www.facebook.com/purbottar

www.purbottar.in

Bengali fortnightly newspaper

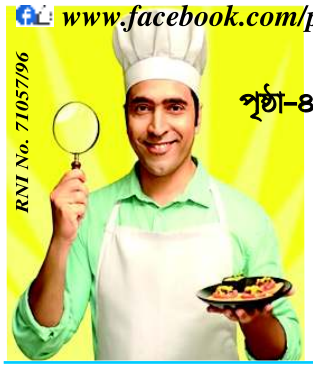

RNI No. 71057/96

পৃষ্ঠা-৪

ব্রিটানিয়া স্ন্যাকার ক্র্যাকার ক্যাম্পেন

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in-এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষঃ ২৫, সংখ্যাঃ ১৯, কোচবিহার, শুক্রবার, ২৪ সেপ্টেম্বর - ৭ অক্টোবর ২০২১, পৃষ্ঠা সংখ্যাঃ ৮ | Vol:25, Issue: 19, Cooch Behar, Friday, 24 Sept - 7 October 2021, Page: 8 ₹ 3.00

প্রাণঘাতী ভাইরালে বাড়ছে মৃত্যু, আতঙ্কিত কোচবিহারবাসী

কোচবিহারঃ উত্তরবঙ্গে শিশু মৃত্যুর ঘটনা অব্যাহত। পরিস্থিতি ক্রমশ ভয়াবহ আকার নিচ্ছে। রাজ্যের অন্যান্য জেলাতেও শিশুদের জ্বর ও শ্বাসকষ্ট জনিত অসুখ ব্যাপক ভাবে ছড়াচ্ছে। এই ঘটনায় রীতিমত উদ্বিগ্ন স্বাস্থ্য ভবন। এই উপসর্গের চিকিৎসা সম্পর্কে নির্দেশিকা বা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর অর্থাৎ এসওপি ঘোষণা করেছে স্বাস্থ্য ভবন। এসওপিতে বলা হয়েছে, শিশুদের পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে ঘরোয়া চিকিৎসা এবং কি কি উপসর্গ থাকলে হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে। এছাড়া কী ভাবে ও কোন পরিস্থিতিতে অক্সিজেন ব্যবহার করা হবে তাও বলা হয়েছে।

১৮ সেপ্টেম্বর কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের শিশু বিভাগে ভর্তি হয়েছে ২৮টি শিশু। তার মধ্যে প্রায় ১২ জনের জ্বর ও সর্দিকাশি রয়েছে। বতমানে এই ওয়ার্ডে ৮১টি শিশু চিকিৎসাধীন রয়েছে। মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালের শিশু বিভাগে এইদিন অর্থাৎ ১৮ সেপ্টেম্বর চারজন শিশু ভর্তি হয়। এনিয়ে মোট এখানে আট জন ভর্তি রয়েছে। এদিন পর্যন্ত কাউকে অন্যত্র রেফার করা হয়নি। দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালেও চারটি শিশু ভর্তি রয়েছে। এখানে মোট সাতটি শিশু চিকিৎসাধীন। ডেপুটি সিএমওএইচ ডাঃ কৌশিক চৌধুরী, মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল পরিদর্শন করে জানান, সেখানকার শিশু বিভাগে ৩২টি শিশু চিকিৎসাধীন।

উত্তরের মন বুঝতে ব্যর্থ পিকে এন্ড কোং

শিলিগুড়িঃ বিধানসভা নির্বাচনে এই রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের জয়জয়কার। আর এই সাফল্যের নেপথ্যে প্রশান্ত কিশোরের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কিন্তু আলোর নিচে যেমন অন্ধকার থাকে তেমনি থাকে সাফল্যের নিচেও; তাই এই জয়েও রাজ্যের শাসক দলের কাছে গলার কাঁটা হয়ে আছে উত্তরবঙ্গের হতাশাজনক ফলাফল। লোকসভা ভোটের মত বিধানসভাতেও উত্তরে পদ্ম ফুটেছে সর্বত্র। আর তাতেই প্রশ্ন উঠছে ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোর ও তাঁর দল কি উত্তরবঙ্গের মানুষের মন বুঝতে পারেনি? আর এই ব্যর্থতা কি আসন্ন পুর ভোটেও ভোগাতে পারে তৃণমূল কংগ্রেসকে? তা নিয়ে উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক মহলে জোর বিচার-বিশ্লেষণ চলছে।

বিধানসভা ভোটের মুখে হঠাৎ পদ্ম শিবির ছেড়ে তৃণমূল শিবিরে আসেন বিমল গুরুং। পিকে এবং উধ্বর্তন নেতৃত্বের গ্রীণ সিগন্যাল ছাড়া সেটি হবার জো ছিল না। আর প্রতিদান স্বরুপ দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা একধিক মামলায় বিমলের মেলে জামিন। একদা রাজ্য পুলিশের ভয়ে পালিয়ে বেরানো বিমল তৃণমূলের নয়নের মণি হয়ে উঠেন বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে। ভোটের মুখে বিমলের শিবির পরিবর্তনের পিছনে প্রশান্ত কিশোরের হাত ছিল বলে অনেকেই মনে করেন। পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্স এলাকায় বিমল গুরুংকে কাজে লাগিয়ে পদ্ম শিবিরকে ঘায়েল করার পরিকল্পনা করেন প্রশান্ত কিশোর। কিন্তু নির্বাচনের ফল বেরোলে দেখা যায় এই এলাকায় জিতেছেন তৃণমূলের সবেধন নীলমণি বুলুচিক বরাইক। বাকি প্রায় সব আসনে জয় মিলেছে বিজেপির। দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ারে তৃণমূল কংগ্রেস সেভাবে খাতাই খুলতে পারেনি। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে বিমল গুরুংকে নিজেদের শিবিরে টেনে কি লাভ হল তৃণমূলের, বরং নাককাটা গেল! শুধু বিমলকে এনে পাহাড় ও ডুয়ার্সে বিধানসভায় জেতা যাবে না তা পিকে এবং তাঁর থিংক ট্যাংক বুঝতে পারলো না কেন? যদি দক্ষিণবঙ্গে আশাতীত ফল না হতো তবে কে করতো এই ভরপূরণ?

পৃষ্ঠা -৭

বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন বাবুল

কলকাতাঃ ১৮ সেপ্টেম্বর শনিবার, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন বাবুল সুপ্রিয়। তার পরই সাংবাদিক সম্মেলন করে সংবাদমাধ্যমের নানা প্রশ্নের উত্তরও দিয়েছেন আসানসোলের সাংসদ। একইসঙ্গে জানিয়েছেন তিনি সাংসদ পদে ইস্তফা দেবেন। এতে রাজ্যের উপ-নির্বাচনের আগে এক বড় ধাক্কা খেলো বিজেপি।

বাবুল তৃণমূলে যোগ দেওয়ায় ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন আসানসোলে বিজেপি নেতা কর্মীদের একটা বড় অংশ। গত বিধানসভা নির্বাচনের সময় যখন জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে দলে নেওয়া হয়েছিল তখনও প্রকাশ্যেই বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন বিজেপির একাংশের নেতা কর্মীরা। সেই সময় তীব্র বিরোধিতাও করেন বাবুল। তবে তারপর কয়েকমাসের জন্য একদলে দেখা যায় তাঁদের দুজনকে। বাবুলের ঘাসফুলের যোগদানের পর আবারও একবার সেই বিপরীত শিবিরে বাবুল সুপ্রিয় ও জিতেন্দ্র তিওয়ারি।

দিল্লীর আদেশে নতুন সভাপতি সুকান্ত, অপসারিত দিলীপ

কলকাতাঃ রাজ্য বিজেপির নতুন সভাপতি হলেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বুনিয়াদপুরের বাসিন্দা সুকান্ত মজুমদার। ১৯ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অরুন সিং-এর স্বাক্ষরিত চিঠিতে বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদারকে বিজেপির রাজ্য সভাপতি ঘোষণা করা হয়।

এর ফলে উত্তরবঙ্গ থেকে এই প্রথম কেউ বিজেপির রাজ্য সভাপতি হলেন। সুকান্ত মজুমদারকে রাজ্য সভাপতি করায় স্বাভাবিক ভাবেই খুশি উত্তবঙ্গের বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা। উত্তরবঙ্গ থেকে নির্বাচিত আরেক বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক বলেন, যোগ্য লোককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

পৃষ্ঠা -৭

পবনের নেতৃত্বে ফার্স্ট বয় কোচবিহার

কোচবিহারঃ কোচবিহার জেলার প্রায় অর্ধেক মানুষ পরিষেবা পেল দুয়ারে সরকার প্রকল্পে। জেলাশাসক পবন কাদিয়েনের নেতৃত্বে 'দুয়ারে সরকার' প্রকল্পে রাজ্যে শতাংশ হিসেবে মানুষকে পরিষেবা দেওয়াতে প্রথম হয়েছে কোচবিহার। এই সাফল্যে খুশির হাওয়া জেলার আধিকারিকমহল। জেলাশাসকের সুশৃঙ্খল নেতৃত্ব, পরিকল্পনা আর তৎপরতায় এই সাফল্যে এসেছে বলে প্রশাসনিক মহলের দাবি। গতবারের মতো দুমাস ধরে নয় বরং গতবারের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এবারে একমাস সময়ে বেশিসংখ্যক মানুষ এই পরিষেবা পেল। জেলাশাসক পবন কাদিয়ান বলেন, জেলার মানুষকে সুস্থ স্বাভাবিক পরিষেবা দিতেই নানা পরিকল্পনা করা হয়েছে। পরিষেবা দেওয়ার শতাংশের হিসেবে 'দুয়ারে সরকার' প্রকল্পে রাজ্যে প্রথম হয়েছে কোচবিহার জেলা।

পৃষ্ঠা -৭

রাজনগর দর্পণ

জানেন কি বড়দেবীর পুজোর ইতিহাস?

কোচবিহারের বড়দেবীর পুজোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। কোচবিহারের রাজ বাড়ির এই পূজা প্রায় ৫০০ বছরের পুরনো। দেবী দুর্গা এখানে বড়দেবী রূপে পূজিত হন। সনাতনী নয়, রাজ প্রতিমার রূপও হয় আলাদা।

কথিত আছে যে ১৬ শতকের গোড়ার দিকে মহারাজা বিশ্বসিংহ ময়না গাছের একটি ডাল এনে রাজবাড়ির উঠানে লাগান এবং পূজা করতে শুরু করেন। একরাতে মহারাজা বড়দেবীর স্বপ্নাদেশ পান। সেই স্বপ্নাদেশ অনুসারে মহারাজা বিশ্বসিংহ বড়দেবীর মূর্তি গড়ে কোচবিহারে এই পুজোর সূচনা করেন।

প্রচলিত রাজ রীতিনীতি অনুসারে আজও মদনমোহন মন্দির থেকে ময়না কাঠ যায় বড়দেবীর মন্দিরে। কোচবিহার দেবত্র ট্রাস্টের সভাপতি তথা জেলাশাসক প্রথমে এই ময়না কাঠে পুজো করবেন। তার দুদিন পর কাঠামোটিতে মাটির প্রলেপ পড়ে।

উল্লেখ্য, মহারাজা বিশ্বসিংহের স্বপ্নাদেশ অনুসারে বড়দেবীর মূর্তি হয় ১১ ফিটের এবং রং হয় লাল। অসুরের গায়ের রং হয় সবুজ এবং দেবীর সাথে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশের জায়গায় থাকে জয়া ও বিজয়া।

‘ভি’ ৫জি’র ট্রায়াল

শিলিগুড়ি: ভোডাফোন আইডিয়া লিমিটেড মহারাষ্ট্রের পুণে ও গুজরাটের গান্ধিনগরে সরকার-বন্টিত ৫জি স্পেকট্রামে ৫জি ট্রায়াল শুরু করেছে। পুণে শহরে ট্রায়াল চালিয়ে ‘ভি’ ৩.৭ জিবিপিএস-এরও অধিক ‘পিক স্পিড’ পেতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়া, গান্ধিনগর ও পুণে শহরে ৫জি নেটওয়ার্ক ট্রায়ালে ‘ভি’ ৩.৫ গিগাহার্টজ ব্যান্ডে ১.৫ জিবিপিএস পর্যন্ত ডাউনলোড স্পিড পেয়েছে। উল্লেখ্য, ডিওটি ‘ভি’কে ৫জি নেটওয়ার্ক ট্রায়ালের জন্য ২৬ গিগাহার্টজের মতো এমএমওয়েভ হাই ব্যান্ড বন্টন করেছে, যার সঙ্গে রয়েছে ট্রাডিশনাল ৩.৫ গিগাহার্টজ স্পেকট্রাম ব্যান্ডও।

ভোডাফোন আইডিয়া লিমিটেডের সিটিও জগবীর সিং জানান, সরকার-বন্টিত ৫জি স্পেকট্রাম ব্যান্ডে ৫জি ট্রায়ালের প্রাথমিক পর্বে স্পিড ও ল্যাটেন্সির ফলাফল দেখে তারা সন্তুষ্ট। দেশজুড়ে ৪জি নেটওয়ার্ক স্থাপণ করে দ্রুততম ৪জি স্পিড প্রদান করা ও ৫জি-রেডি নেটওয়ার্ক তৈরি করার পর তারা এখন নেক্সট-জেন ৫জি টেকনোলজি পরীক্ষা করছেন, যার দ্বারা ভবিষ্যতে গ্রাহকদের জন্য ‘ট্রুলি ডিজিটাল এক্সপিরিয়েন্স’ প্রদান সম্ভব হবে।

আনঅ্যাকাডেমির ছাত্রের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

শিলিগুড়ি: নদীয়া জেলার শান্তিপুরের ব্রতীন মন্ডল (১৮) আইআইটি-জেইই মেইনস পরীক্ষায় ১০০ পার্সেন্টাইল পেয়েছে। আনঅ্যাকাডেমির এই ছাত্রের অল ইন্ডিয়া র‍্যাঙ্ক হল ১৮।

একাদশ শ্রেনিতে পড়ার সময় থেকে প্রস্তুত হতে শুরু করে এবার আইআইটি-জেইই পরীক্ষায় প্রথমবারের চেষ্টাতেই সফল হয়েছে ব্রতীন। এজন্য অনলাইন লার্নিং প্ল্যাটফর্ম আনঅ্যাকাডেমির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে জানায়, আনঅ্যাকাডেমির এডুকেটর, কম্প্রিহেন্সিভ কোর্স ও টেস্ট সিরিজের জন্যই সে পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য ফল করতে পেরেছে।

শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুলের ছাত্র ব্রতীন মাঝারি মানের ছাত্র হলেও তার ইচ্ছে ছিল পরবর্তী জীবনে সে বিজ্ঞান নিয়ে অগ্রসর হবে, আর সেজন্য দেশের কোনও নামী টেকনোলজি ইনস্টিটিউটে পড়াশোনা করবে। এখন ব্রতীন আইআইটি-জেইই অ্যাডভান্সড এগজামের দিকে নজর দিচ্ছে যাতে স্বপ্নপূরণের জন্য কোনও আইআইটি’তে পড়ার সুযোগ পেতে পারে।

BRAVIA প্রফেশনাল ডিসপ্লে লঞ্চ করল সোনি

কলকাতা: BZ সিরিজের BRAVIA প্রফেশনাল ডিসপ্লে লঞ্চ করল Sony India। যার অসাধারণ বৈশিষ্ট্য পেশাদারিত্বের দুনিয়ায় B2B ব্যবহারকারীদের কাছে এই BZ সিরিজ বিশেষ জায়গা দখল করেছে। এই নতুন BZ সিরিজ BRAVIA, ২৪/৭ অপারেশন, কাস্টমাইজড সেটিংসের জন্য প্রো মোড, IP কন্ট্রোল যুক্ত হওয়ায় এটি কর্পোরেশন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হোটেল এবং খুচরো প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বিভিন্ন উন্মুক্ত ডিজিটাল অ্যাপ্লিকেশন সহ বিভিন্ন পরিবেশে ব্যবহারকারীদের জন্য আদর্শ। BZ সিরিজের BRAVIA-i বৈশিষ্ট্য যেমন, কাস্টমাইজড সেটিংসের জন্য প্রো মোড, IP নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বিভিন্ন ব্যবসায়িক অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে নমনীয়তা বাড়ায়। এছাড়া ব্যবসার কথা মাথায় রেখে তৈরি করা BZ সিরিজের BRAVIA মডেলটি পেশাদার ইনস্টলেশনের জন্য ল্যান্ডস্কেপ, পোর্ট্রেট বা টিল্ট ওরিয়েন্টেশনের সুবিধা সহ ডিজাইন করা হয়েছে। এছাড়া সাইড-মাউন্ট করা টার্মিনালগুলি সংযোগের জন্য সহজ অ্যাক্সেস প্রদান করে।

BZ সিরিজ BRAVIA-কে দক্ষ ও সহজ ব্যবহার যোগ্য করে তুলতে OS সিস্টেম সহ একটি শক্তিশালী চিপ(SoC) প্ল্যাটফর্মে লোড করা হয়েছে যা দ্রুত বুট-আপ এবং সীমলেস অ্যাপ্লিকেশনের একীকরণের জন্য একটি আপগ্রেড ইন্টারফেস প্রদান করে। নতুন প্রফেশনাল ডিসপ্লেগুলো Sony-Gi BRAVIA টেলিভিশনের মতো একই উচ্চমানের পিকচার প্রসেসরকে অন্তর্ভুক্ত করে যা 4K রেজোলিউশনে দুর্দান্ত গুণমানের ছবি সরবরাহ কওে। উল্লেখ্য, Cognitive Processor বিশ্বের প্রথম কগ্নিটিভ ইন্টেলিজেন্স সহ প্রসেসরের কারণে BZ40J ইমার্সিভ ছবি তৈরি করে যা বিস্ময়কর রঙ, কনট্রাস্ট, স্বচ্ছতা এবং মসৃণ গতির সমন্বয় করে এবং মানুষের কান এবং চোখের অনুকূল শব্দ ও ছবি সরবরাহ করে।

অ্যামাজন ইন্ডিয়ার সবচেয়ে বড় ফুলফিলমেন্ট সেন্টার বেঙ্গালুরুতে

শিলিগুড়ি: উৎসবের মরসুমের কথা মাথায় রেখে বেঙ্গালুরুতে চালু হবে অ্যামাজন ইন্ডিয়ার ফুলফিলমেন্ট সেন্টার। সম্প্রতি এমনটাই ঘোষণা করেছে অ্যামাজন ইন্ডিয়া। উল্লেখ্য এটি হবে দেশের মধ্যে অ্যামাজনের সবচেয়ে বড় ফুলফিলমেন্ট সেন্টার। এরফলে একদিকে যেমন নিকটবর্তী অঞ্চলের স্থানীয়দের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে তেমনি অপর দিকে অ্যামাজন তার নেটওয়ার্কে মজবুত করে তুলতে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করবে, যার মধ্যে রয়েছে পূর্ণকালীন এবং খণ্ডকালীন সুযোগ, কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ সুযোগ প্রভৃতি। এছাড়া অ্যামাজন ইন্ডিয়ার ফুলফিলমেন্ট সেন্টার জুড়ে বিল্ডিংগুলি অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, শক্তির ব্যবহার কমিয়ে আনতে, দক্ষ বিল্ডিং সিস্টেম এবং সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সাইট এবং অফ-সাইট সোলার প্যানেল দিয়ে ডিজাইন করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে বেঙ্গালুরুর এই ফুলফিলমেন্ট সেন্টারের ডিজাইনেও বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। COVID-১৯ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে, লাইসেন্সপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের দ্বারা পরিচালিত তার সহযোগী, কর্মচারী এবং তাদের নির্ভরশীলদের জন্য সাইটে টিকা শিবিরেরও আয়োজন করছে। অ্যামাজন ইন্ডিয়ার কাস্টমার ফুলফিলমেন্ট অপারেশনস অ্যান্ড সাপ্লাই চেইনের ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রকাশ দত্ত বলেন, দেশের বাজারে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করতে কর্ণাটক একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করবে সেই কথা মাথায় রেখেই, দেশের সবচেয়ে বড় ফুলফিলমেন্ট সেন্টার চালু করার জন্য বেঙ্গালুরুকেই বেছে নেওয়া হয়েছে।

এক্সনমোবিলের মোবিল সুপার এসইউভি প্রো

কলকাতা: এক্সনমোবিল লুব্রিক্যান্টস প্রাইভেট লিমিটেড লঞ্চ করল মোবিল সুপার অল-ইন-ওয়ান প্রোটেকশন এসইউভি প্রো সিন্থেটিক ইঞ্জিন অয়েল।

মোবিল সুপার এসইউভি প্রো’র পেছনে রয়েছে লুব্রিক্যান্ট টেকনোলজিতে ১৫০ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা। মোবিল ওয়ান প্রস্তুতকারকদের তৈরি মোবিল সুপার এসইউভি প্রো একইসঙ্গে ডিজেল ও পেট্রল ইঞ্জিনের উপযোগী। মোবিল অনুমোদিত রিটেল স্টোর্স, মোবিল কার কেয়ার স্টোর্স ও অ্যামাজনে মোবিল সুপার এসইউভি প্রো পাওয়া যাচ্ছে ১, ৩.৫ ও ৫ লিটার প্যাক সাইজে।

এক্সনমোবিল লুব্রিক্যান্টস প্রাইভেট লিমিটেডের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার দীপঙ্কর ব্যানার্জি জানান, এসইউভি ওনারদের চাহিদার কথা ভেবে তারা মোবিল সুপার এসইউভি প্রো এনেছেন, যা এসইউভি ইঞ্জিনের জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে। এই ইঞ্জিন অয়েল যেকোনও সড়কে সব এসইউভি’কে অল-ইন-ওয়ান প্রোটেকশন দেবে।

আঞ্চলিক ভাষায় প্রসারিত হচ্ছে অ্যামাজন

আসানসোল: অ্যামাজন ইন্ডিয়া জানিয়েছে, গ্রাহকরা এখন থেকে কেনাকাটা করার জন্য মারাঠি ও বাংলা ভাষা ব্যবহার করতে পারবেন অ্যামাজন-ডট-ইনে। এতদিন অ্যামাজনে হিন্দি, ইংরেজি, কন্নড়, মালয়ালম, তামিল ও তেলুগু ব্যবহার করা যেতো। এছাড়া, শীঘ্রই অ্যামাজন-ডট-ইন থেকে কেনাকাটার জন্য হিন্দি ভয়েস শপিং ব্যবস্থা চালু হতে চলেছে। এইসব আঞ্চলিক ভাষা চালুর মাধ্যমে গ্রাহকদের ভাষার বাধা কাটিয়ে তোলা সম্ভব হবে। অ্যামাজন গ্রাহকরা সহজেই তাদের অ্যান্ড্রয়েড বা আইওএস অ্যাপ থেকে তাদের পছন্দের ভাষায় পরিবর্তিত হতে পারবেন। ২০২০ সালে ইংরেজি ভয়েস শপিং চালু হওয়ার পর এবার হিন্দিতে ভয়েস শপিং ব্যবস্থা চালু হওয়ার পথে। এরফলে গ্রাহকরা হিন্দিতেই প্রোডাক্ট সার্চ করতে বা অর্ডারের স্ট্যাটাস জেনে নিতে পারবেন।

সুপ্রাডিন পুষ্টির সমীক্ষায় মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টের অপ্রতুলতা

কলকাতা: প্রতি বছর ০১-০৭ সেপ্টেম্বর পালিত হয় জাতীয়পুষ্টি সপ্তাহ। এই উপলক্ষে ব্র্যান্ডইগেন ইনসাইটস এবং অ্যানালিটিক্স দ্বারা ভারতের আইকনিক মাল্টিভিটামিন সাপ্লিমেন্ট সুপ্রাডিনের পক্ষ থেকে ‘সুপ্রাডিন পুষ্টির সমীক্ষা’ নামে দেশব্যাপী পুষ্টি বিষয়ক সমীক্ষা করা হয়। বিশেষত এই সমীক্ষায় দেশব্যাপী গড় খাদ্যে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টের পর্যাপ্ততা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ২০৬ জন চিকিৎসকের মধ্যে ১৮৯ জন সাধারণ অনুশীলনকারী, যাদের ৭১% এমবিবিএস ডাক্তার এবং ২৯% এমডি। বাকি ১৭ জন ওটোরাইনোল্যারিঙ্গোলজিস্ট, যারা সাধারণত ইএনটি চিকিৎসক বা সার্জন হিসাবে পরিচিত। এই গবেষণায় দেখা গেছে যে প্রায় ৯০% ডাক্তার এবং পুষ্টিবিদরা তাদের নিজ নিজ রাজ্যে দৈনিক খাদ্যে পুষ্টির ঘাটতি নিয়ে সহমত পোষণ করেছে। তাদের মতে প্রতিটি রাজ্যেই দৈনিক খাদ্যে কমপক্ষে ৩০% পুষ্টির ঘাটতি রয়েছে। দেশজুড়ে গড় দৈনিক খাবারে বিশেষত ভিটামিন বি১২ এবং ডি ৩ শীর্ষ দুটি ভিটামিনের অভাব রয়েছে। তারপরে জিঙ্ক, আয়রন, ক্যালসিয়াম, ফলিক অ্যাসিড সহ ভিটামিন সি-এর অভাব রয়েছে। বায়ার কনজিউমার হেলথ ডিভিশনের কান্ট্রি হেড সন্দীপ ভার্মা বলেন, সমীক্ষার ফলাফল তুলে ধরে মন্তব্য করেন, তিনি বলেন, সুপ্রাডিনের ডাক্তারদের নেতৃত্বাধীন পুষ্টি সমীক্ষা আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাসে বিস্ময়করভাবে বড় পুষ্টির ঘাটতি চিহ্নিত করেছে, যা মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টের মারাত্মক অপ্রতুলতা তুলে ধরে।

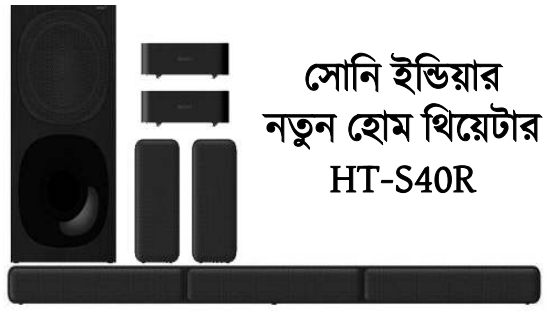

সোনি ইন্ডিয়ার নতুন হোম থিয়েটার HT-S40R

কলকাতা: ৫.১ চ্যানেলের হোম থিয়েটার সিস্টেম লঞ্চ করল Sony India। এটি একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন সাউন্ড সিস্টেম যার মাধ্যমে বাড়িতে বসেই সিনেমা হলে সিনেমা দেখার অভিজ্ঞতা অর্জন করা যাবে। ৪টি সাউন্ড মোডে HT-S40R পাওয়া যায়। সিনেমা, মিউজিক, স্ট্যান্ডার্ড এবং অটো সাউন্ড। এগুলির মধ্যে থেকেই দর্শক এবং শ্রোতারা নিজের মনেরমত নিখুঁত সেটিং বেছে নিতে পারবে। এছাড়াও এতে নাইট এবং ভয়েস মোড রয়েছে যা সাবউফারের শব্দ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। শুধু তাই নয় টিভি ওয়্যারলেস সংযোগের মাধ্যমে হোম থিয়েটার সিস্টেমে অডিও পাঠানো যাবে।

HT-S40R হোম থিয়েটার সিস্টেমের পাতলা এবং মার্জিত নকশার সাউন্ডবারটি Dolby ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং ওয়্যারলেস সাব এবং রিয়ার স্পিকার যুক্ত।যা অনায়াসে সিনেমা হলের মতো সাউন্ড এফেক্ট দেয়। উল্লেখ্য, এই HT-S40R হোম থিয়েটার সিস্টেমে, HT-S40R তিনটি চ্যানেল বার স্পিকার সহ রিয়ার স্পিকার এবং একটি সাবউফার একসাথে কাজ করে। যা শ্রোতাদের বাড়িতেই সিনেমা হলের অভিজ্ঞতা দেবে। এটি একটি মসৃণ, কম্প্যাক্ট সাউন্ডবার। যার সাবউফার, ওয়্যারলেস এবং স্পিকার BRAVIA TV-র সাথে পুরোপুরি মানানসই। কম্প্যাক্ট ডিজাইন হওয়ার কারণে সাউন্ডবার এবং পিছনের স্পিকারগুলি ঘরের দেওয়ালে সুন্দর ভাবে সাজানো যায় এবং অ্যামপ্লিফায়ারটিও টেবিলের তাকে বা দেওয়ালে সাজানো যেতে পারে।

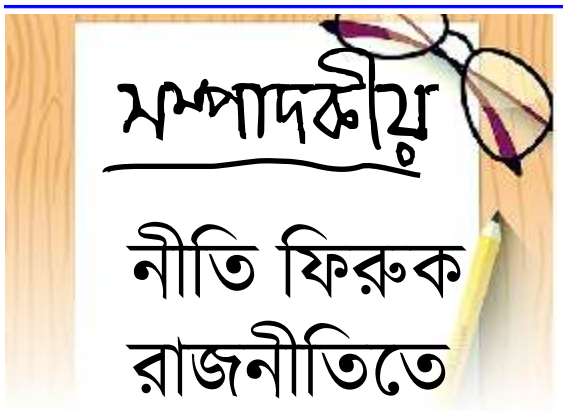

রাজনীতিতে নীতির লড়াই এখন শুধু পলিটিক্যাল সাইন্স-এর পড়ুয়াদের পাঠ্যবইতেই সীমাবদ্ধ। সম্প্রতি জনপ্রিয় গায়ক তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়র তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান সেই বিতর্ক আরো জোরালো করলো। রাজনীতিতে দল পরিবর্তন আকছার ঘটে। কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত মতাদর্শে শীর্ষ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের যোগদান যেন বারবার দৃষ্টিকটু হয়ে যাচ্ছে। রাজনীতিবিদদের উপর শ্রদ্ধা হারাচ্ছে মানুষ। নির্বাচন শুধু উন্নয়নের জোরে জেতা যায় না, অনেক ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট দলের মতাদর্শের প্রভাব পরে সাধারণ মানুষের উপর। সেই দলের নীতি আদর্শের উপর ভরসা রেখে নির্বাচনে ভোট দেয় সাধারণ ভোটার। কিন্তু ক্ষমতায় না আসলে ওই ভোটারদের দ্বারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি সম্পূর্ণ বিপরীত মতাদর্শে বিশ্বাসী দলে ফিরে যায়। ক্ষমতার লোভে ঘোড়া কেনাবেচা ভারতের রাজনীতিতে নতুন ট্রেন্ড হয়ে উঠছে। ডান-বাম সব দলের নেতারাই ক্ষমতার কাছে নিজের নীতি আদর্শ বিক্রি করে দিচ্ছে। বাবুল সুপ্রিয়র এই ট্রেন্ডের সাথে যুক্ত হওয়া আর একটি নামমাত্র। রাজনীতির এই ট্রেন্ড বদল হওয়া খুবই জরুরী। দলের কঠিন সময়েও গনি খানের মত নেতারা যেভাবে শুধু আদর্শের জন্য রাজনীতি করে গেছেন সেজন্য আজও তাঁরা সর্বজন শ্রদ্ধেয়। নীতিহীন নেতারা ক্ষমতার স্বাদ পেলেও গণিখানদের মত সাধারন মানুষের কাছ থেকে শ্রদ্ধা পাবেননা কখনো।

পূর্বোত্তর

- **সম্পাদকীয় উপদেষ্টা** ঃ দেবাশীষ ভৌমিক
- **সম্পাদক** ঃ সন্দীপন পন্ডিত
- **কার্যকরী সম্পাদক** ঃ মনসুর হাবিবুল্লাহ
- **সহ-সম্পাদক** ঃ চিরন্তন নাহা, বর্ণালী দে, লোপামুদ্রা তালুকদার, দেবাশীষ চক্রবর্তী
- **ডিজাইনার** ঃ সমরেশ বসাক
- **বিজ্ঞাপন আধিকারিক** ঃ রাকেশ রায়
- **জনসংযোগ আধিকারিক** ঃ বিমান সরকার

কবিতা

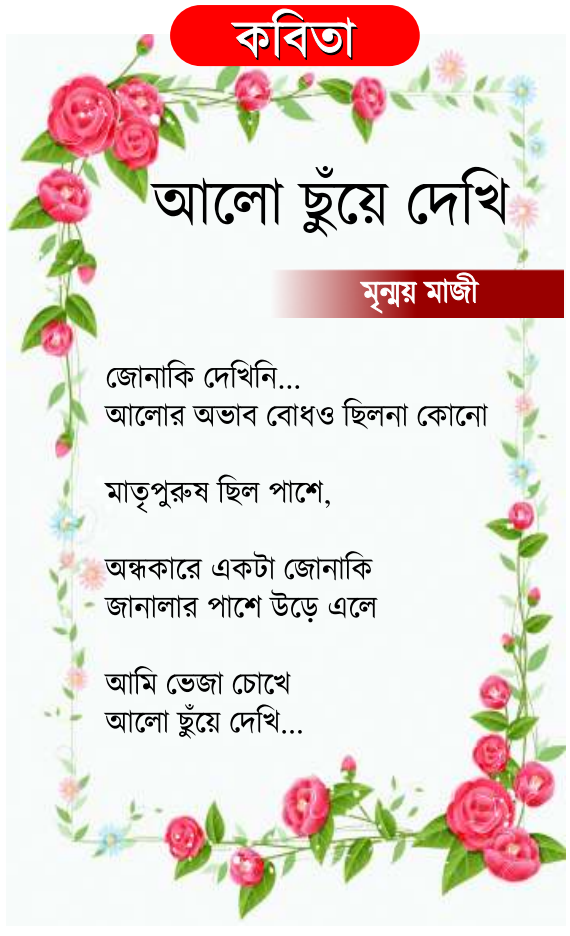

আলো ছুঁয়ে দেখি

মৃন্ময় মাজী

জোনাকি দেখিনি...
আলোর অভাব বোধও ছিলনা কোনো

মাতৃপুরুষ ছিল পাশে,

অন্ধকারে একটা জোনাকি
জানালার পাশে উড়ে এলে

আমি ভেজা চোখে
আলো ছুঁয়ে দেখি...

প্রবন্ধ

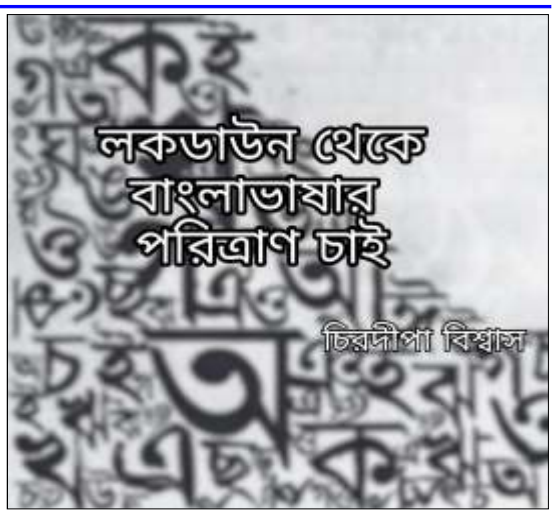

স্কুল কলেজ তো এক বছরের ওপর থেকে বন্ধই পড়ে আছে। অফিস-আদালতেও এখন "কার্যত লকডাউন" জারি। এমতাবস্থায় কি ঘরে বসে বসে ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন? হাঁপিয়ে উঠেছেন মোবাইল আর সোশ্যাল মিডিয়ায়? নিত্যনতুন রান্নাবান্না, ফেসবুক, ইউটিউবেও আর মন বসছে না? তাহলে আর মন বসানোর চেষ্টাও করবেন না। অনেক তো হলো অন্তর্জাল জড়িত ক্রিয়াকর্ম। এবার না হয় একটু অন্য দিকে মনোনিবেশ করা যাক।

এই বন্দিদশায় আরো বেশি করে বাঙালি হয়ে ওঠার চেষ্টা করুন তো। মানে, কিছু বাংলা বই, বাংলা সিনেমার সান্নিধ্যে আসুন। না না, নিজেদের জন্য নয়। প্রধানত বাড়ির খুদেটির জন্যই এই পন্থা অবলম্বন করুন আর খুদেটিকে বাংলা নামক সাগরে সাঁতার শেখাতে হলে আপনাকে তো জলে নামতেই হবে। তখন দেখবেন, স্বাভাবিকভাবেই সময় কেটে যাচ্ছে কত সহজে।

আসলে বর্তমানের এই সময়টাতে বিশেষ করে শিশুরা বাংলার সান্নিধ্য ঠিক কিভাবে কতটা পাচ্ছে তা একটা প্রশ্নচিহ্নের মুখে পড়েছে। ভবিষ্যতে "কেরিয়ার" গড়ার লক্ষ্যে বুঁদ অভিভাবকদের একাংশ তাদের সন্তানদের ইংরেজি মাধ্যমে ভর্তি করছেন। ফলত, শিক্ষার্থীদের অধিকাংশ পড়াশোনা শুরুই করছে বাংলা কে "সেকেন্ড ল্যাংগুয়েজ" হিসেবে রেখে। অনেকের তো আবার বাংলার থেকেও হিন্দিকে সহজ বলে মনে হয় এবং আবারও ওই কেরিয়ারের সুবিধার্থে আসবে বলে তাকে "সেকেন্ড ল্যাংগুয়েজ" করছে। স্বভাবতই বাংলার চর্চা তাদের আর করা হয়ে উঠছেনা। তাছাড়াও আজকাল বাংলা ভাষার মাঝে কয়েকটা করে হিন্দি বা ইংরেজি শব্দ ঢুকিয়ে কথা বলার প্রবণতা অত্যধিক রূপে বৃদ্ধি পেয়েছে। যারা এভাবে কথা বলছে তাদের হয়ত সেটাকে স্মার্টনেস বা ভাষার আধুনিকীকরণ বলে মনে হলেও, কিছু কিছু আদ্যোন্ত বাঙালির পক্ষে তা হয়ে উঠছে অত্যন্ত বেদনাদায়ক। ইংরেজি ছাড়া বর্তমান যুগ অচল, এ কথা অস্বীকার করার সামর্থ্য কারো নেই। কিন্তু তার পাশাপাশি বাঙালি হিসেবে নিজের ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার দায়ও তো আমাদের ওপরই বর্তায়। মাতৃভাষা দিবসে "মোদের গরব মোদের আশা" বলে পদ্য করে লম্বা লম্বা রচনা লিখে পরদিনই "বাংলাটা ঠিক আসে না" গোছের মনোভাব পোষণ করে থাকলে তাতে বাংলা ভাষার অসম্মান বই আর কিছু হয়না।

ঠিক এ কারণেই অভিভাবকদের ওপরেই দায়িত্ব বর্তায় সন্তানদের মধ্যে বাংলা ভাষার রস সঞ্চার করা। আমরা বাঙালি তবে একটা দিন কেন, একটা গোটা ঘন্টাও সম্পূর্ণ বাংলায় কথা বলার সামর্থ্য আজকে আমরা হারিয়েছি। হ্যাঁ, অবশ্যই সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথেই এটা ঘটেছে। এ কারণেই তো আরো বেশি করে বাংলার প্রতি মনোনিবেশ বাড়ানো উচিত।

তাই বলে কি হিন্দি বা ইংরেজি বা অন্য যে কোন বিদেশী ভাষার চর্চা ছেড়ে দেব? অবশ্যই নয়। চর্চা আমাদের জারি রাখতেই হবে। তবে সেটা যেন চর্চাতেই সীমাবদ্ধ থাকে এটাও দেখতে হবে। সাবলীল আমরা অবশ্যই হব কিন্তু সে সাবলীলতা যেন আমাদের অভ্যাস না হয়ে দাঁড়ায়। পৃথিবীতে এমন অনেক মানুষই আছেন যারা অনেকগুলি ভাষা বলতে সক্ষম, সাবলীল। তাই বলে কি তিনি নিজের মাতৃভাষার জ্ঞান বিসর্জন দিয়ে তারপর ভাষাগুলি আয়ত্ত করেছেন?

যে ভাষায় আমরা প্রথম নিজের মা কে ডাকি সেই ভাষাকে কি কখনো হেলা করা উচিত?

আমাদের স্বাভাবিকতা লুকিয়ে থাকে এই মাতৃভাষার আড়ালে। যতই আমরা বিদেশিদের অনুকরণ করার চেষ্টা করি না কেন কখনো কি বিদেশি হয়ে উঠতে পারব? তাহলে কেন বৃথা তাদের অনুকরণ করতে যাব? একটা সময় হাজার হাজার বাঙালিকে গোটা বিশ্ব অনুসরণ করেছে, আজ সেই বাঙালি জাতির বংশধর হয়ে আমরা কেন অন্য জাতিকে অনুকরণ করব?

খাঁটি বাঙালিয়ানার টানে কত বিদেশি এ দেশে এসেছেন, আর আমরা হেলায় সেই বাঙালিয়ানাকে অবজ্ঞা করে চলেছি দিনের পর দিন। শুধু মাতৃভাষা দিবস বা নববর্ষেও দিন নয়, বছরের প্রতিটি দিনকে বাঙালিয়ানায় ভরপুর করে তোলা উচিত।

শার্লক হোমস এর পাশাপাশি আমরা যেমন ফেলুদা, ব্যোমকেশ বা মিতিনমাসি কে গোগ্রাসে গিলে খাই ঠিক তেমনই প্রতিটা পদক্ষেপে বাংলা কে সঙ্গী করে নেওয়া হলে তবেই ঘটা করে ভাষা দিবস পালনের মাহাত্ম্য সঠিকভাবে প্রতিস্থাপিত হবে, তবেই 'মোদের গরব মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা'- বলাটা সার্থকতা লাভ করবে।

গল্প

ছোট্ট পিক-আপ ভ্যানটায় জায়গা হচ্ছিল না। শেষ মুহূর্তে প্রচুর কসরৎ করেও তাই শুকরাম মালি চেয়ারটা গাড়িতে তুলতে পারছিলো না কিছুতেই। স্টার্ট দিয়ে গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়েছিল। একটু দূরে নিজের গাড়িতে বসে লুকিং গ্লাসে দৃশ্যটা দেখতে দেখতে অধৈর্য হয়ে নেমে পড়ে বরুণ।

মালের গাড়িটা ছাড়ছে না দেখে প্রশ্ন জাগছিল সমরেশের মনে। বরুণ নামতেই তনুশ্রীকে জিজ্ঞেস করে,"কী হলো? গাড়িটা ছাড়ছে না কেন?"

-"কী জানি, কী হলো আবার!" তনুও উদ্বিগ্ন হয়।

খানিকবাদে গজগজ করতে করতে ফিরে এসে গাড়িটা স্টার্ট কওে বরুণ। এসি অন করে আলতো চাপে গাড়ি সেকেন্ড গিয়ারে ফেলে খুব নির্লিপ্তভাবে জানায়, "তোমার চেয়ারটা ওঠানো গেলো না বাবা। ওটা শুকরামকে দিয়ে এলাম।"

কথাটা বুঝে উঠতে যতটুকু সময়। তারপর চকিতে গাড়ির ব্যাক উইন্ড-স্ক্রিনের দিকে ঘাড় ঘোরায় সমরেশ। চেয়ারটা ধরে এদিকেই তাকিয়ে আছে শুকরাম। উদাস দৃষ্টিতে। বিদায় দিতে আসা মানুষজনের ভীড়টাও পাতলা হয়ে যাচ্ছে একটু একটু কওে। যতক্ষণ দৃশ্যটা দেখা যায় চোখ সরায় না সমরেশ। মুখ ফেরাতেই আড়চোখে তনুশ্রী লক্ষ্য করে প্রাজ্ঞ মানুষটার মুখে ছায়া ঘনানো বিষাদমেঘ একটু একটু করে মিলিয়ে যাচ্ছে।

কাঁচভাঙা কাঠের পুরনো আলমারি, একটা জারুল কাঠের সেকেলে ড্রেসিং টেবিল, কাঠের টপ লাগানো তিনপায়া লোহার টেবিল, জং পড়া রট-আয়রনের জুতোর শেল্ফ, একটা ঢাউস ডাইনিং টেবিল এসব সঙ্গত কারনেই বরুণের চূড়ান্ত তালিকা থেকে বাদ গেছিল। এ ব্যাপারে দ্বিতীয়বার বাবার মতামত নেয়াটা প্রয়োজন মনে কওে নি বরুণ। আগেই কথা হয়েছিল সমরেশের সাথে, "তোমার এত কিছু কিন্তু ফ্ল্যাটে ধরবে না বাবা। আউট-ডেটেট স্ক্র্যাপগুলো দেখো যদি কাউকে সেল করা যায়।"

নতুন থ্রি-বিএইচকেটা সম্প্রতি বাবার কথা ভেবেই নিয়েছে বরুণ। সেখানে সমরেশেরও চল্লিশ শতাংশ ইনভেস্টমেন্ট আছে। তবু চিরকালীন ঋজুতা বজায় রেখেই বলেছিলেন, "দ্যাখো, তুমি যা ভালো বোঝো। তবে ঐ সেল-ফেলের ব্যাপারটাও তুমিই সামলিয়ো। আমার দ্বারা ওসব কোনো কালেই হয়নি। হবেও না।" বাতিলগুলো নামমাত্র দামে ছেড়ে দিয়ে বেছে বেছে চলনসই দু-তিনটে আসবাব, সমরেশের দু' বাক্স বইপত্তর, মায়ের আমলের যৎসামান্য কিছু স্টিল-পেতলের বাসনকোসন, কিছু ক্রকারিস, কয়েকটা শো পিস, মায়ের আঁকা পেন্টিং আর অল্প কিছু টবসমেত দুষ্প্রাপ্য গাছ গাছড়ার সাথে চেয়ারটাও প্যাকার্সের লোকদের দিয়ে প্যাক করিয়েছিল বরুণ। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সেটাও হাতছাড়া হলো। ব্যক্ত না করলেও সমরেশের কষ্টটা বুঝতে পারছিল তনু।

রিটায়ারমেন্টের পর ছ'বছর এক্সটেনশনে থেকে অবশেষে পাকাপাকিভাবে বড়বাবু চলে যাচ্ছে। কথাটা চাউর হতেই দান কিংবা দাঁও প্রত্যাশীদের সংখ্যাটা ক্রমশ বাড়ছিল।

কানাঘুষো হতেই মালবাবু শম্ভু পালের স্ত্রী এসে আগেভাগে ইঁট পেতে রাখে,

"বৌমা, জিনিসপত্তর সবই কি নিয়া যাবা নাকি? ফ্ল্যাটে এত সব লটবহর আঁটাইতে পারবা?"

"দেখি কী হয়, ও এসে কী বলে?"

বরুণের দোহাই দিয়ে এড়িয়ে যেতে চাইছিল তনুশ্রী। উত্তরটা মনমতো না হওয়ায় চটজলদি গামছা পাতে পালের বৌ, "যদি কিছু বেচবা ব'লে ভাইবে থাকো, তো আগে আমাকে বলবা। দাম দিয়া কিনবো। এমনি নিবো না।"

আর অদ্ভুত ব্যাপার, কদিন বাদেই সোনু রজকের বৌ এর মুখেও সেই একই কথা। কাপড় নেয়ার অছিলায় এসে তনুকে বলে,"ভাবী, বড়াবাবু যাইতেছে শুনলাম। আপনি কি সেইজন্য আইলেন, বাবুকে নিতে? বহুত ভালা আদমি ছিলেন বড়াবাবু... কত মায়া করতেন আমাদেরকে। আপনেরা জানেন নাই, টাকা-পইসা দিয়াও আমাদেরকে কতো মদত করসেন।"

-"তাই বুঝি?" শ্বশুর মশায়ের দুটো প্যান্ট, একটা সার্ট আর বিছানার চাদর দুটো গুনে দিতে দিতে তনু বলে,"শোনো, এগুলো এ সপ্তাহের ভেতরেই দিয়ে যেও কিন্তু।"

পরের অংশটি পরবর্তী সংখ্যায়...

পশমার্কের সহজ ও সরল শিপিং সার্ভিসের সুবিধা পাবে ভারতীয় সদস্যরা

কলকাতা: ভারতের বাজারে নতুন শপিং অভিজ্ঞতা পশমার্ক.ইনক। এখন থেকে ভালো উপার্জনের জন্য ভারতীয় উপভোক্তারা পশমার্কের ৮০ মিলিয়নের বেশি ইউজারের ক্রমবর্ধিত সম্প্রদায় এবং লক্ষ লক্ষ শপিংযোগ্য ক্লোসেটের উজ্জ্বল নেটওয়ার্কের সঙ্গে যোগ দিতে পারবেন। এছাড়া, ভারতীয় সম্প্রদায়ের সদস্যরা পশমার্কের ক্রেতা সুরক্ষা ও স্বীকৃত পরিষেবা সহ পশপোস্ট, পশমার্কের সহজ ও সরল শিপিং সার্ভিসেরও সুবিধা পাবে।

উল্লেখ্য, পশমার্ক হল ভারতের প্রথম আধুনিক ও সামাজিক মার্কেটপ্লেস যাতে পশমার্কের বিক্রেতা সম্প্রদায় তাদের ক্লোসেট থেকে বস্তু বিক্রি করতে পারবেন। এতে রয়েছে এন্ড-টু-এন্ড সেলার টুল ও সার্ভিসের একটি পূর্ণ সুইট সহ মার্চেন্ডাইসিং, প্রমোশন, প্রাইসিং ও শিপিং। এছাড়াও পশমার্ক একটি সোশাল টুলস-এর অফার দিচ্ছে, যার মধ্যে রয়েছে পশ পার্টিজ, পশ স্টোরি ও রিপশ, যা মাত্র একটি ক্লিকেই বস্তু রিলিজ সহজ করেছে। পশমার্কের প্রতিষ্ঠাতা তথা সিইও মণীশ চন্দ্র বলেন, আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে আমাদের এই সোশাল মার্কেটপ্লেস পশমার্ক ভারতীয় উপভোক্তাদের নতুন দিগন্ত দেখাবে এবং এখানে আমাদের একটি আকাঙ্ক্ষিত ও সফল সম্প্রদায় হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করবে।

অশোক লেল্যান্ডের পোর্টফোলিয়ো প্রসারণ

কলকাতা: ভারতের অগ্রণী কমার্সিয়াল ভেহিকেল নির্মাতা অশোক লেল্যান্ড পশ্চিমবঙ্গে তাদের লাইট কমার্সিয়াল ভেহিকেল (এলসিভি) রেঞ্জে লঞ্চ করল 'বড়া দোস্ত'। 'দোস্ত' ব্র্যান্ডের মজবুত ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে তৈরি করা হয়েছে 'বড়া দোস্ত'। এই ভেহিকেলের কাস্টমার-সেন্ট্রিক অফারিংসে রয়েছে আধুনিক টেকনোলজি ও ড্রাইভার কমফর্ট। একইসঙ্গে এটি যেমন কনটেম্পোরারি, তেমনই ফিউচারিস্টিক। আধুনিক বিএস-৬ ইঞ্জিন বিশিষ্ট বড়া দোস্ত এসেছে দুইটি ভেরিয়েন্টে (আই৪ ও আই৩), সঙ্গে আছে যথাক্রমে বেস্ট-ইন-ক্লাস ১৮৬০ কেজি ও ১৪০০ কেজি পেলোড ক্যাপাসিটি। পশ্চিমবঙ্গের সবরকম সড়কের পক্ষে উপযোগী 'বড়া দোস্ত'। বড়া দোস্ত শহর ও আন্তঃশহর কাজের জন্য একেবারে আদর্শ ভেহিকেল।

বড়া দোস্তে রয়েছে ফার্স্ট-ইন-সেগমেন্ট ৩-সিটার ওয়াকথ্রু কেবিন ও পাওয়ার স্টিয়ারিং। গ্রাহকদের ইচ্ছানুসারে এসি মডেলেও পাওয়া যাবে। বড়া দোস্ত-এর দাম এরকম ৮.১৯ লক্ষ টাকা ও ৮.৩৯ লক্ষ টাকা (আই৩ এলএস ও এলএক্স) এবং ৮.৩৪ লক্ষ টাকা ও ৮.৫৪ লক্ষ টাকা (আই৪ এলএস ও এলএক্স)।

বাজারে এল MG মোটরের নতুন এসইউভি

কলকাতা: এমজি মোটর ইন্ডিয়া লঞ্চ করল এমজি অ্যাস্টর। এটি ভারতবর্ষের প্রথম লেভেল ২ প্রযুক্তির এসইউভি যা ব্যাক্তিগত AI অ্যাসিসটেন্ট এবং আটোনমাস যুক্ত। অ্যাস্টর এমজি-এর বিশ্বব্যাপী সফল প্ল্যাটফর্ম, ZS-এর উপর ভিত্তি করে তৈরি। এই এসইউভি-তে রয়েছে মার্জিত এবং চিতাবাঘের ক্লাসিক লাফানোর মতো সোল্ডার লাইন। অ্যাস্টরের এলইডি হেডল্যাম্পে নয়টি ক্রিস্টাল ডায়মন্ডের মতো উপাদান সুনির্দিষ্ট বিবরণের সাথে বাজ পাখির চোখের অভিব্যাক্তি তৈরি করে।

এমজি অ্যাস্টর এসইউভি-তে রয়েছে মার্জিত এবং চিতাবাঘের ক্লাসিক লাফানোর মতো সোল্ডার লাইন।অ্যাস্টরের এলইডি হেডল্যাম্পে নয়টি ক্রিস্টাল ডায়মন্ডের মতো উপাদান সুনির্দিষ্ট বিবরণের সাথে বাজ পাখির চোখের অভিব্যাক্তি তৈরি করে। এটি দুই ধরনের ইঞ্জিনের বিকল্পের সাথে উপলব্ধ হবে, ব্রিট ডায়নামিক ২২০ টার্বো পেট্রোল ইঞ্জিন এবং অন্যটি ভিটিআই টেক পেট্রোল ইঞ্জিন। এমডি রাজীব ছাবা,বলেন, ভারতের আটোমোটিভ বাজারে আমরা আমাদের SUV-এর মাধ্যমে ইন্ডাস্ট্রির-প্রথম বিভিন্ন গাড়ি নিয়ে এসেছি। বর্তমানে আমারা নিয়ে এসেছি অটোনমাস (লেভেল ২), ব্যাক্তিগত AI অ্যাসিস্টেন্টের সাথে, MG অ্যাস্টর। আমদের বিশ্বাস যে অ্যাস্টর হল একটি পছদসই প্যাকেজ যা গ্রাহকদের আকৃষ্ট করবে।

ব্রিটানিয়া মারি গোল্ডের মাই স্টার্টআপ ক্যাম্পেইন

শিলিগুড়ি: ব্রিটানিয়া মারি গোল্ডের মাই স্টার্টআপ ক্যাম্পেইনের দ্বিতীয় সিজন সফলভাবে চলেছে, যা ভারতীয় গৃহকর্মীদের তাদের উদ্যোগের জন্য তহবিল এবং দক্ষতার উন্নয়ন প্রদান করে। ২০২০ সালে, NSDC-এর সাথে একটি পার্টনারশিপের প্রচারাভিযানে ১০,০০০ গৃহকর্তাদের যোগাযোগ দক্ষতা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) -এর মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার জন্য ক্ষুদ্র-উদ্যোক্তাদের দক্ষতা প্রদান করতে সাহায্য করেছিল।

এর তৃতীয় সিজনে, ব্রিটানিয়া মারি গোল্ড মাই স্টার্ট-আপ ক্যাম্পেইনকে সম্প্রসারিত করা হয়েছে যাতে গৃহকর্তারা তাদের ব্যবসা বাড়ানোর জন্য ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারেন। ৭৭% গৃহকর্তা যারা তাদের নিজস্ব উদ্যোগ স্থাপন করতে চায়, এই সিজনে তারা প্রযুক্তিকে একটি সহায়ক হিসেবে বিবেচনা করে- যেমন ব্রিটানিয়া এবং মমস্প্রেসোর জরিপে উল্লেখ করা হয়েছে। অংশগ্রহণকারীরা গুগল থেকে ডিজিটাল স্কিলিং রিসোর্সের একটি সেট অ্যাক্সেস করতে পারবে। এই ডিজিটাল রিসোর্সগুলি ছয়টি ভাষায় পাওয়া যাবে - হিন্দি, তেলেগু, তামিল, কন্নড়, বাংলা এবং ইংরেজি। অনলাইন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৫ই নভেম্বর ২০২১। সম্পূর্ণ শর্তাবলী www.britanniamystartup.com এ পাওয়া যাবে।

অ্যামাজনের সার্ভিস এখন বাংলা ভাষায়

শিলিগুড়ি: অ্যামাজন ইন্ডিয়া বাংলা ভাষায় চালু করল তাদের সেলার রেজিস্ট্রেশন ও অ্যাকাউন্ট ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস। এরফলে হাজার হাজার বর্তমান ও নতুন অ্যামাজন সেলার অ্যামাজন-ডট-ইনের মার্কেটপেস্নসে তাদের ব্যবসা চালাতে পারবেন তাদের নিজেদের ভাষাতেই।

সেলারগণ এখন অ্যামাজন-ডট-ইনে রেজিস্টার করতে ও তাদের অনলাইন ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারবেন বাংলা, গুজরাটি, হিন্দি, কন্নড়, মারাঠি, মালয়ালম, তেলুগু, তামিল ও ইংরেজি ভাষায়। আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করে অ্যামাজন সেলারগণ নিজেদের পছন্দের ভাষায় সবকিছুই করতে পারবেন, যেমন নথিভুক্ত হওয়া, অর্ডার ম্যানেজ করা, ইত্যাদি। পশ্চিমবঙ্গের শিল্প, বাণিজ্য ও উদ্যোগ, তথ্য প্রযুক্তি ও ইলেক্ট্রনিক্স এবং সংসদীয় বিভাগের মন্ত্রী ডঃ পার্থ চ্যাটার্জি বাংলা ভাষায় অ্যামাজনের কাজকর্ম চালু হওয়ার সংবাদে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। যেসব অ্যামাজন সেলার তাদের পছন্দ অনুসারে ভাষা পরিবর্তন করতে চান তারা সহজেই তা করতে পারবেন অ্যামাজন সেলার ওয়েবসাইট ও সেলার মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করে।

অ্যামাজন এরপরও বাংলায় আরও নতুন নতুন ফিচার যোগ করবে যাতে হাজার হাজার এমএসএমই সহজেই রেজিস্টার করা ও ব্যবসা চালানোর ক্ষেত্রে সুবিধা উপভোগ করতে পারে।

ব্রিটানিয়া স্ন্যাকার ক্র্যাকার ক্যাম্পেন

দুর্গাপুর: বাংলা সুপারস্টার আবীর চ্যাটার্জিকে নিয়ে ব্রিটানিয়া ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড তাদের নিউটিচয়েস সুগার ফ্রী ক্র্যাকার রেঞ্জের জন্য নতুন 'স্ন্যাকার ক্র্যাকার' ক্যাম্পেন শুরু করেছে। ব্রিটানিয়া নিউট্রিচয়েস ক্র্যাকারের ৩০০ গ্রামের প্যাকের দাম ৩৫ টাকা। এটি শুধু সুগার ফ্রী নয়, এর নিউট্রাল টেস্টের কারণে এদিয়ে নানারকম কুইক ও টেস্টি স্ন্যাক তৈরি করা যায়, যা মিড-মিল স্ন্যাক হিসেবে দিনের যেকোনও সময়ে খাওয়া যায়।

এই ব্র্যান্ডের নতুন টিভিসি'তে একেবারে নতুন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন বাংলা চলচ্চিত্রাভিনেতা আবীর চ্যাটার্জি, যাকে দেখা যাবে এক শেফের চরিত্রে। এই ক্যাম্পেনে তুলে ধরা হয়েছে ক্র্যাকার ব্যবহার করে কীভাবে তাড়াতাড়ি স্ন্যাকস তৈরি করে নেওয়া যায়। ব্রিটানিয়া নিউট্রিচয়েস স্ন্যাকার ক্র্যাকার কনটেস্টে যোগ দেওয়া খুবই সহজ। হোয়াটসঅ্যাপ বা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এতে অংশ নেওয়া যেতে পারে। এই কনটেস্ট চলবে ২ মাসের জন্য।

মাহিন্দ্রার নতুন FURIO7

কলকাতা: লঞ্চ হল মাহিন্দ্রার এমটিবি ডিভিশনের সবচেয়ে হাল্কা ট্রাক Mahindra FURIO7। যা অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক ভারতীয় সিভি শিল্পে প্রথমবারের জন্য "আরো মাইলেজ বা ট্রাক ফেরত" এবং "গ্যারান্টিযুক্ত রিসেল ভ্যালু" অফার করে। এই ট্রাকে পাওয়া যাবে acrossthree পণ্য প্ল্যাটফর্ম: ৪-টায়ার কার্গো, ৬-টায়ার কার্গো এইচডি এবং ৬-টায়ার টিপার। এই পরিসরটি হালকা বাণিজ্যিক যানবাহন বিভাগে ব্যবসার প্রয়োজনের প্রতিটি প্রয়োগকে কভার করবে যা উচ্চতর লাভের FURIO ব্র্যান্ডের প্রতিশ্রুতি প্রদান করে, সর্বোত্তম-শ্রেণীর মাইলেজ, উচ্চতর পেলোড এবং একটি বেঞ্চমার্ক কেবিন সর্বোত্তম আরাম, সুবিধা এবং নিরাপত্তা দেবে। এছাড়া এই এলসিভি ট্রাকের পরিসীমাটি দ্বৈত মোড Fuel Smart প্রযুক্তির সাথে দ্বৈত-দক্ষ, হালকা ওজন, কম ঘর্ষণ ইঞ্জিন গউর এবং গউর টেক দ্বারা চালিত। উল্লেখ্য, মাহিন্দ্রা ইন্টারমিডিয়েট এবং লাইট কমার্শিয়াল যানবাহনের FURIO পরিসরের উন্নয়নে ৬৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। FURIO7 ১০.৫ফিট HSD ভেরিয়েন্টের দাম শুরু হয়েছে ১৪.৭৯ লাখ টাকা থেকে ১৫.১৮ লক্ষ টাকা। মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা লিমিটেডের বিজনেস হেড জলজ গুপ্ত বলেন, মাহিন্দ্রার নতুন FURIO7 রেঞ্জ, উচ্চ মাইলেজের গ্যারান্টি বা ট্রাক ফেরত দেওয়ার পাশাপাশি পাঁচ বছর পর নিশ্চিত বিক্রয়মূল্য দেওয়ার জন্য আমরা যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী। যা আমাদের গ্রাহকদের আরও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে আমাদের সাহায্য করবে।

বংশ পরম্পরায় ঐতিহ্য মেনে রাজবাড়ির দুর্গা প্রতিমা গড়েন রাজশিল্পী সত্যজিৎ

কোচবিহার: তিন প্রজন্ম ধরে কোচবিহার রাজবাড়ির দুর্গা প্রতিমা গড়ছেন সত্যজিৎ পাল। এই কাজে তাকে সাহায্য করে তার ২৯ বছরের ছেলে সৌভিক পাল। এবছরও তার অন্যথা হয়নি। সত্যজিৎ বাবু জানালেন, কোচবিহারের তৎকালীন মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ তার বাবা নিতাই চন্দ্র পালকে কৃষ্ণনগর থেকে রাজবাড়িতে এনেছিলেন মূর্তি গড়ার জন্য। মূলত রাসমেলার মূর্তি ও মদনমোহন মন্দিরের কাঠামোয় দুর্গা তৈরি করার জন্য। সেই থেকে বংশ পরম্পরায় আমরা রাজবাড়ির মূর্তি তৈরি করে আসছি। তিনি আক্ষেপের সাথে বলেন, মহারাজা যে আশা নিয়ে আমাদের পরিবারকে কৃষ্ণনগর থেকে নিয়ে এসেছিলেন, আমি চাই রাজ পরম্পরা মেনে তা এগিয়ে চলুক। কিন্তু বর্তমান প্রজন্মের এই পেশায় সেভাবে কোন আগ্রহ নেই। তাই জানিনা পরে কি হবে।

জানাগেছে, কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের মূর্তির চোখ ঠিক করে দিয়ে তৎকালীন মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণের চোখে পড়ে যান কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পী নিতাইচন্দ্র পাল। এরপরই মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ মৃৎশিল্পী নিতাইকে রাজ শিল্পীর পদে নিয়োগ করে নেন। তখন তার বয়স ছিল মাত্র ১৯ বছর। সেই থেকে বছরের পর বছর মদনমোহন মন্দিরে কাঠামিয়া দুর্গা প্রতিমা তৈরির কাজ করে আসছেন রাজশিল্পী নিতাইচন্দ্র পালের পরিবার। বর্তমানে রাজশিল্পী হিসেবে কাজ করছেন নিতাই চন্দ্র পালের ছোট ছেলে সত্যজিৎ পাল(৫৯)। সম্প্রতি মন্দিরে গিয়ে দেখা গেল, এবছরের মন্দিরে কাঠামিয়া দুর্গা প্রতিমা তৈরির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। রাজবাড়ির ঐতিহ্য মেনে এক চালায় এক কাঠামোয় প্রতিমা তৈরি হওয়ায় মদনমোহন ঠাকুরবাড়ির দুর্গা প্রতিমাকে বলা হয় কাঠামিয়া দুর্গা। রাজ শিল্পী সত্যজিৎ পাল জানান, ৬০ বছর ধরে একই কাঠামোতে দুর্গা প্রতিমা তৈরি হচ্ছে। ঠাকুরবাড়ির বৈরাগী দিঘিতে বির্সজনের পর প্রতি বছরই ওই কাঠামো আমাদের কাছে চলে আসে। পরের বছর আবার ওই কাঠামোতেই দুর্গা প্রতিমা তৈরি হয়। তিনি বলেন, বাবার কাছ থেকে পাওয়া হিসেব অনুযায়ী এই কাঠামোর আনুমানিক বয়স প্রায় ৬০ বছর। ছেলে সৌভিক পাল প্রতিমা বানানোর কাজে আমাকে সাহায্য করে ঠিকই তবে এই কাজের প্রতি সেরকম আগ্রহ না থাকায় প্রায় একপ্রকার ধরেবেঁধে কাজ করাতে হয়। ছেলে শুধুমাত্র মায়ের চক্ষু দান করে।

কোচবিহার দেবত্র ট্রাষ্ট বোর্ডের বড় বাবু জয়ন্ত চক্রবর্তী বলেন, সত্যজিৎ পাল দেবত্র ট্রাষ্ট বোর্ডের নথিভুক্ত রাজশিল্পী। মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণের সময় থেকেই তাদের পরিবার রাজ শিল্পী হিসেবে কাজ করছেন।

ডাম্পিংগ্রাউন্ড, শ্বেতপত্রের দাবি বিজেপির

আলিপুরদুয়ারঃ আলিপুরদুয়ার পুরসভার তত্ত্বাবধানে তৈরী হওয়া সলিড ওয়েষ্ট ম্যানেজমেন্টের ডাম্পিং গ্রাউন্ডের কাজ কেন হচ্ছে না তার জন্য শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি তুলে ডেপুটেশন দিলেন বিজেপি বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। পুরসভার প্রশাসনিক বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ করের কাছে তিনি ডেপুটেশন দেন। তার আগে বিজেপি বিধায়কের নেতৃত্বে দলীয় কর্মী সমর্থকেরা শহরের চৌপথি থেকে মাঝেরডাবরি চা বাগানে যেখানে সলিড ওয়েষ্ট ম্যানেজমেন্টের প্রকল্পের কাজ চলছে সেখানে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান।

বিধায়ক বলেন, সলিড ওয়েষ্ট ম্যানেজমেন্টের প্রকল্পের কাজ নিয়ে পুরসভা দীর্ঘ দিন ধরে টালবাহানা করছে। কেন প্রকল্পের কাজ শেষ হচ্ছে না তার কারণ পুর প্রশাসককে স্পষ্ট করে জানাতে হবে। এব্যাপারে পুরসভার প্রশাসনিক বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর বলেন, করোনা মহামারীর জন্য কাজটি পিছিয়ে গিয়েছে। খুব শীঘ্রই প্রকল্পের কাজ শুরু হবে। বিজেপি বিধায়ক মানুষকে ভুল বুঝিয়ে প্রকল্পের কাজে বাধা সৃষ্টি করছেন।

জলপাইগুড়ির যৌনপল্লীতে পৌঁছে গেল দুয়ারে সরকার

জলপাইগুড়ি: জলপাইগুড়িতে এবার যৌনপল্লীর মহিলাদের জন্য আলাদাভাবে করা হল দুয়ারে সরকারের ক্যাম্প। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির দুয়ারে সরকার প্রকল্পের সুবিধে সমাজের সব স্তরের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতেই এই উদ্যোগ।

১৩ সেপ্টেম্বর জলপাইগুড়ির দিনবাজার সংলগ্ন এলাকায় যৌনপল্লীতেই দুয়ারে সরকার ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। মুখ্যমন্ত্রীর লক্ষ্মীর ভাণ্ডার সহ সমস্ত প্রকল্পের সুবিধে ছিল এই ক্যাম্পে। নিজেদের ঘরের পাশে দুয়ারে সরকার প্রকল্পের সুবিধে পেয়ে খুশি জলপাইগুড়ির যৌনপল্লীর বাসিন্দারা। তারা বলেন, যৌনপল্লীর মেয়েদের বাড়ির বাইরে ক্যাম্পে গিয়ে এইসব সুবিধে নেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা রয়েছে। তাছাড়া দিনভর দাঁড়িয়ে থাকার মতো সময়ও নেই তাদের। তাই নিজেদের ঘরের পাশে ক্যাম্প হওয়ায় খুব খুশি তারা। জানা গেছে, জলপাইগুড়ির যৌনপল্লী এলাকায় প্রায় ৫০০ মহিলা রয়েছেন। জলপাইগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সন্দীপ মাহাতো বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর দুয়ারে সরকার প্রকল্পের সুবিধে যাতে সকলেই পায় এমন নির্দেশ রয়েছে। এজন্য যৌনপল্লীর ভেতরেই একদিনের জন্য দুয়ারে সরকারের ক্যাম্প করা হয়েছে। পরবর্তীতে প্রয়োজন হলে আবারও ক্যাম্প করা হবে।

কোচবিহারে ১ নং ওয়ার্ডের রাস্তার কাজের সূচনা

কোচবিহার: কোচবিহার শহরে ১ নং ওয়ার্ডে তিনটি রাস্তার কাজের সূচনা হলো। ১৬ সেপ্টেম্বর সকালে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই রাস্তার কাজের সূচনা করেন তৃণমূল কংগ্রেসের কোচবিহার শহর ব্লক সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। পৌরসভা সূত্রে জানা যায়, ওই এলাকার তিনটি রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে। প্রায় সাড়ে সাতশো মিটার রাস্তার কাজ এদিন থেকে শুরু হল। সাড়ে সাত লক্ষ টাকা ব্যয়ে পৌরসভার পক্ষ থেকে এই নতুন রাস্তা গুলি তৈরি করা হচ্ছে।

দীর্ঘদিন ধরেই এই রাস্তাগুলি অবহেলিত হয়ে পড়েছিল বিগত পৌরবোর্ড রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেনি বলেও স্থানীয়দের অভিযোগ। অবশেষে দীর্ঘ দিন পরে কোচবিহার পৌরসভার প্রশাসক মিনা তরের উদ্যোগে রাস্তাগুলির কাজ শুরু হওয়ায় খুশি সাধারণ মানুষ।

এদিনের এই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের কোচবিহার শহর ব্লক সভাপতি অভিজিত দে ভৌমিক জানান, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় এবং কোচবিহার পৌরসভার তৎপরতায় এদিন শহরের এক নাম্বার ওয়ার্ডের তিনটি রাস্তার কাজ শুরু করা হলো। তিনি আরো জানান, রাজ্য সরকারের পৌর ও নগর উন্নয়ন দপ্তরের বরাদ্দকৃত অর্থ দিয়ে পৌরসভার সহযোগিতায় এই কাজ করা হচ্ছে।

দুঃসাহসিক ডাকাতি, বক্সিরহাটে বাসিন্দাদের তৎপরতায় অস্ত্রশস্ত্র সহ আটক ২

বক্সিরহাট: ফিল্মি কায়দায় এক রেশন ডিলারের বাড়িতে, বোম, অ্যাসিড ও আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে লুটপাট চালালো একদল দুষ্কৃতী। ঘটনাটি ঘটে ১২ সেপ্টেম্বর গভীর রাতে কোচবিহার জেলার বক্সিরহাট থানার শালবাড়ি বাজার এলাকায় নিরেন কুমার নামে এক রেশন ডিলারের বাড়িতে। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়।

জানা গেছে, ডাকাতরা ঘরে থাকা আলমারি, খাট সহ একাধিক আসবাবপত্র ভাঙচুর করে। বাড়ির লোকের চিৎকার চেঁচামেচি শুনে ছুটে আসে বেশ কিছু স্থানীয় যুবক। ডাকাতি শেষে গাড়ি করে পালানোর সময় স্থানীয় যুবকদের তৎপরতায়, অ্যাসিড, অস্ত্রশস্ত্র, ও তাজা বোমসহ দুই ডাকাত ধরা পড়লেও বাকিরা পালিয়ে যায়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

রেশন ডিলার নিরেন কুমার বলেন, ঘটনার দিন গভীর রাতে তার বাড়িতে গাড়ি করে ডাকাতি করতে আসে একদল দুষ্কৃতী। বোমা অ্যাসিড ও অস্ত্রশস্ত্র দেখিয়ে লুটপাট করে কয়েক ভরী সোনার গহনা সহ কয়েক লক্ষ টাকা। ডাকাতি করতে এসে মারধর করা হয় তার স্ত্রী ও পুত্রকে। গোটা ঘঁনায় বক্সিরহাট থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করবেন বলেও জানান ওই বাড়ির মালিক।

যদিও স্থানীয় বাসিন্দাদের তৎপরতায় দুজন ডাকাতকে আটক করা হলেও,পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় বাকি ডাকাতরা। ডাকাতির অভিযোগে আটক দুই ডাকাতের বাড়ি, কোচবিহার ও দিনহাটা এলাকায় বলে প্রাথমিকভাবে জানাগেছে। বাকি দুষ্কৃতীদের খোঁজে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

শিশুদের মধ্যে অজানা জ্বরের প্রকোপ বাড়ছে জলপাইগুড়িতে

জলপাইগুড়ি: জলপাইগুড়িতে অজানা জ্বরে আক্রান্ত অনেকেই হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়িতে যাচ্ছে। তবে এরই মধ্যে আবার জ্বরে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যাও বাড়লো জলপাইগুড়ি। জেলা সদর হাসপাতালের শিশু বিভাগে এই মুহূর্তে চিকিৎসাধীন ১৩০ জন শিশু। ১২ সেপ্টেম্বর এই সংখ্যাটা ছিলো ১২১। হাসপাতালের শিশু বিভাগের আউটডোরে জ্বর নিয়ে আসা রোগীদের ভিড় ছিল যথেষ্টই। আক্রান্ত শিশুদের মধ্যে দুজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাদের মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ১৩সেপ্টেম্বর সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে হাসপাতালে গিয়ে জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিকদের সাথে বৈঠক করেন জেলাশাসক মৌমিতা গোদারা বসু। এদিন সন্ধ্যায় উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পাঁচ সদস্যের এক বিশেষজ্ঞ দল জলপাইগুড়িতে আসেন। হাসপাতালে কতর্ব্যরত পাঁচ শিশুরোগ বিশেষজ্ঞদের পাশাপাশি জেলার স্বাস্থ্য কর্তাদের সঙ্গেও বৈঠক করেন তারা। বিশেষজ্ঞ দলের সদস্য গৌতম দাস বলেন, প্রাথমিক ভাবে ভাইরাল জ্বর বলেই মনে হচ্ছে। তবুও স্ক্রাব টাইফাস, চিকনগুনিয়া, জাপানি এনকেফেলাইটিস এবং ডেঙ্গুর পরীক্ষাও করা হবে। যে এলাকা থেকে জ্বরে আক্রান্ত বাচ্চারা এসেছে, সংশ্লিষ্ট এলাকার স্বাস্থ্য আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এলাকায় নজরদারি চালানোর জন্য। জেলাশাসক মৌমিতা গোদারা বসু জানান, পরিস্থিতি এখন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে। এক বেডে একাধিক শিশু না রেখে আলাদা বেডে রাখতে বলা হয়েছে। হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত সুপার রাহুল ভৌমিক বলেন, পরিস্থিতি সামাল দিতে সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।

পাত্রী দেখতে যাওয়ার সময় নয়ানজুলিতে গাড়ি উল্টে মৃত চার

ঘোকসাডাঙ্গা: শেষ পর্যন্ত আর যাওয়া হলোনা পাত্রী দেখতে। পাত্রী দেখতে যাওয়ার সময় নয়ানজুলিতে গাড়ি উল্টে মৃত্যু হল চারজনের। ঘটনাটি ঘটেছে ১৩ সেপ্টেম্বর দুপুরে মাথাভাঙ্গা-ফালাকাটা রাজ্যসড়কের রুইডাঙ্গা এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদের নাম শেখ সামসুদ্দিন মিঁয়া(৪০), শেখ সফিউদ্দিন মিঁয়া(৪২), আহরুদ্দিন মিঁয়া(৬৫), এবং মাজিয়া বিবি(৫০)। গাড়ির চালক পলাতক। পুলিশ তার খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে।

পুলিস ও স্থানীয় সূত্রের খবর, সামসুদ্দিনের ছেলের জন্য পাত্রী দেখতে তারা একটি ছোট গাড়িতে করে জয়গাঁ থেকে মাথাভাঙ্গায় যাচ্ছিলেন। চালক সহ গাড়িতে যাত্রী ছিল মোট ছয়জন। মাথাভাঙ্গা-ফালাকাটা রাজ্যসড়কে রুইডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের নয়ারহাট-আটপুকুরি বাজারের মাঝামাঝি এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি গাছে ধাক্কা মেরে রাস্তার ধারে নয়ানজুলিতে গাড়িটি উল্টে যায়। খবর পেয়ে ঘোকসাডাঙ্গা থানার পুলিশ ও মাথাভাঙ্গা দমকলকেন্দ্রের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তিনজনকে কোনমতে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও সফিউদ্দিন ঘটনাস্থলেই মারা যান। ঘোকসাডাঙ্গা ব্লক প্রাথমিক কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে সামসুদ্দিনকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। মজিয়া বিবিকে কোচবিহার সরকারি এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তিনি সেখানেই মারা যান।

বাবুল হোসেন মিঁয়া জানান, হঠাৎই গাড়ির একটি চাকা পাংচার হলে গাড়িটি নিয়ন্ত্রন হারিয়ে রাস্তার পাশে থাকা গাছে ধাক্কা মেরে নয়ামজুলিতে উল্টে পড়ে। কোনমতে পেছনের কাঁচ ভেঁঙ্গে তিনি বাইরে বেরিয়ে আসেন।

বিশ্ব ফার্মাসিস্ট দিবসে সচেতনতা প্রচার

কোচবিহারঃ ২২ সেপ্টম্বর বিশ্ব ফার্মাসিস্ট দিবস উপলক্ষে সচেতনতা প্রচারে কোচবিহার মদনমোহন বাড়ির সামনে মাস্ক বিলি করে সাধারণ মানুষকে করোনার তৃতীয় ঢেউ সম্পর্কে অবগত করলেন কোচবিহার জেলার ফার্মাসিস্টদের একাংশ। এদিন পথচলতি সাধারণ মানুষের হাতে মাস্ক তুলে দেন তারা। জেলার এক বিশিষ্ট ফার্মাসিস্ট সৌরভ দাস বলেন, করোনা আবহ থাকলেও সচেতনতা কিছুটা শিথিল করেছে কোচবিহারে। সাধারণ মানুষ বেশিরভাগ মাস্ক ব্যবহার করছেন না। সেই কারণেই সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং তৃতীয় ঢেউয়ের নতুন জ্বর সম্পর্কে অবগত করতে তাদের এই প্রচার।

দিব্যা জিতলেন বিগ বস ওটিটি'র ট্রফি

বিগ বস ওটিটির প্রথম এডিশনের বিজয়ী হলেন দিব্যা আগরওয়াল। ১৮ সেপ্টেম্বর রাতে অনুষ্ঠান চলাকালীন এই খবর টুইটারে ফাঁস করেন গওহর খান। গ্র্যান্ড ফিনালেতে পাঁচ জন প্রতিযোগী রিয়েলিটি শোয়ের খেতাব জেতার দৌড়ে ছিলেন। শমিতা শেট্টি, রাকেশ বাপাট, নিশান্ত ভট্ট, দিব্যা আগরওয়াল এবং প্রতীক সেহজ পাল।

বিজয়ী দিব্যা বিগ বস ওটিটি-র ট্রফি ছাড়াও ২৫ লক্ষ টাকার পুরস্কার মূল্য জিতলেন। দ্বিতীয় স্থানে প্রতিযোগীতা শেষ করেন নিশান্ত এবং সেকেন্ড রানার আপ হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল শমিতা শেট্টিকে। বিগ বস ওটিটির অন্যতম চর্চিত প্রতিযোগী ছিলেন শমিতা। তবে তাঁর প্রথম দু'জনের মধ্যেও জায়গা হল না। চতুর্থ স্থানে শেষ করেছেন রাকেশ বাপাট। গ্র্যান্ড ফিনালেতে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত হয়েছিলেন রীতেশ এবং জেনেলিয়া। বিগ বস ওটিটির পরে শুরু হতে চলেছে বিগ বস-এর ১৫ নম্বর সিজন। এবার সেদিকেই নজর দর্শকদের।

নকশালবাড়ি নিয়ে ওয়েব সিরিজ

নকশাল আন্দোলন নিয়ে তৈরি হচ্ছে ওয়েব সিরিজ। স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষের অন্যতম এই সশস্ত্র আন্দোলন নিয়ে ওয়েব সিরিজ তৈরি করতে চলেছেন পরিচালক সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়। ১৯৪৭ থেকে ২০১০ অবধি বিশ্বজুড়ে বামপন্থী আন্দোলনের কাহিনির বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হবে দর্শকদের কাছে। মোট তিনটি সিজনে তৈরি হবে ওয়েব সিরিজটি।

এই সিরিজে মুখ্য ভুমিকায় দেখা যাবে নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকি ও সব্যসাচী চক্রবর্তীকে। আন্দোলনের প্রধান নেতা চারু মজুমদারের চরিত্রে দেখা যাবে নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকিকে। এই সিরিজের চারু মজুমদারের জীবনের নানা দিক ও সংগ্রাম তুলে ধরা হবে এবং তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায়ের চরিত্রে দেখা যাবে সব্যসাচী চক্রবর্তীকে। এছাড়াও পরেশ রাওয়াল ও বোমান ইরানি মতো বলিউডের অভিনেতাদেরও এই ওয়েব সিরিজে দেখা যাবে।

ওয়েব সিরিজের কাস্টিং মোটামুটি ভাবে ঠিক হয়ে গেলেও চিত্রনাট্য লেখার কাজ এখনো শেষ হয়নি। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী বছরেই সিরিজের শ্যুটিং শুরু হবে।

সোনু সুদের বাড়ি ও অফিসে আয়কর দপ্তরের হানা

অভিনেতা সোনু সুদেও বিরুদ্ধে উঠল ২০ কোটি টাকার কর ফাঁকির অভিযোগ। টানা তিনদিন ধরে সোনু সুদের বাড়ি ও অফিসে তল্লাশি চালানোর পর ১৮ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতি জারি করেছে আয়কর দফতর। বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ২০ কোটি টাকার কর ফাঁকি দিয়েছেন সোনু সুদ। কর ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগে নাম রয়েছে তার সহকর্মীদেরও। ১৫ সেপ্টেম্বর মুম্বইয়ে সোনু সুদের দফতরে অভিযান চালায় আয়কর দফতর। তাঁর পরই সোনুর সঙ্গে যুক্ত মুম্বই, দিল্লি, কানপুর, লখনউ, জয়পুর, এবং গুরুগ্রামের মোট ২৮টি জায়গায় কয়েক ঘণ্টা ধরে অনুসন্ধান চালিয়েছেন ইনকাম ট্যাক্স আধিকারিকরা। এই তল্লাশি চলাকালীনই অভিনেতার বিরুদ্ধে কর ফাঁকি দেওয়ার তথ্য-প্রমাণ হাতে এসেছে আয়কর দফতরের।

আয়কর দফতরের দাবি, সোনু সুদের এনজিও বিদেশে থেকে প্রায় ২.১ কোটি টাকা অনুদান পেয়েছে বিভিন্ন ক্রাউডফান্ডিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে, যা সরাসরি ফরেন কন্ট্রিবিউশন (রেগুলেশন) অ্যাক্টের সরাসরি লঙ্ঘন। শুধুমাত্র কর ফাঁকিই নয়, একটি ক্রাউডফান্ডিং প্ল্যাটফর্মের জন্য বিদেশ থেকে ২.১ কোটি টাকা অনুদান নিয়েছেন তিনি। এর দ্বারা বৈদেশিক অনুদান নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘন করেছেন। দ্য সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ডিরেক্ট ট্যাক্সেস-এর তরফে দাবি করা হয়েছে, ১ এপ্রিল থেকে এখনও পর্যন্ত সোনু সুদের সংস্থা ১৮.৯৪ কোটি টাকা অনুদান হিসেবে সংগ্রহ করেছে। এর মধ্যে ১.৯ কোটি টাকা সমাজসেবার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। বাকি ১৭ কোটি টাকা পড়ে রয়েছে। সোনুর অফিসে তল্লাশি চালিয়ে ১.৮ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করেছেন আয়কর দফতরের আধিকারিকেরা।

উল্লেখ্য, গতবছর করোনাকালে পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়ে গোটা দুনিয়ার মন জয় করে নেন সোনু। এমনকী, অনেকে সোশ্যাল মিডিয়াতে সোনুকে 'মসিহা' বলা শুরু করে। গত মাসেই তাঁকে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মেন্টরশিপ প্রোগ্রামের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছিল। আয়কর দপ্তরের এই অভিযানের পরে সোনু সুদের 'মসিহা' ভাবমূর্তি ধাক্কা খাবে কিনা তা সময়ই বলবে।

বলিউডে গান গাইতে চান ইয়োহানি

সিংহলি ভাষায় মানিকে মাগে হিতে গানটি গেয়ে রাতারাতি সোশ্যাল মিডিয়ায় সেনসেশন হয়ে উঠেছিলেন শ্রীলঙ্কান সংগীতশিল্পী ইয়োহানি ডি সিলভা। তাঁর এই গানের ইউটিউবে ভিউয়ার বর্তমানে একশো মিলিয়ন পেরিয়েছে।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ইয়োহানি জানিয়েছেন যে সুযোগ পেলে বলিউডে গান গাইতে চান তিনি। বলিউডে কাজ করার ইচ্ছে থেকে হিন্দিও শিখছেন। বলিউডে তার পছন্দের সংগীত পরিচালক এ আর রহমান। তার সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছেন শ্রীলঙ্কান সংগীতশিল্পী। সম্প্রতি ভারতে কনসার্টের আমন্ত্রন পেয়েছেন তিনি। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর গুরুগ্রাম ও ৩ অক্টোবর হায়দ্রাবাদে পারফর্ম করতে চলেছেন ইয়োহানি। ভারতে কনসার্ট প্রসঙ্গে গায়িকা বলেছেন, "ভারত থেকে এত ভালোবাসা পেয়ে আমি আপ্লুত। আগামী কনসার্ট নিয়ে আমি খুবই এক্সাইটেড। ভারতে লাইভ পারফর্ম করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি"।

ডিভোর্স মামলা দায়ের করলেন শ্রাবন্তী

শ্রাবন্তী আর রোশান সিং কাগজে-কলমে এখনো স্বামী-স্ত্রী। যদিও প্রায় এক বছর ধরে এক ছাদের নিচে থাকেন না তারা। গত বছর অক্টোবর থেকে আলাদা থাকছেন তাঁরা দুজনে। এবার কাগজে কলমে তিন নম্বর বিয়ে থেকে মুক্তি চান অভিনেত্রী নিজেই। সূত্রের খবর আলিপুর আদালতে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা দায়ের করেছেন শ্রাবন্তী।

শুধু ডিভোর্সের মামলা নয়, রোশনের কাছে খোরপোশ চেয়েছেন শ্রাবন্তী! রোশন সব ভুলে শ্রাবন্তীর সঙ্গে সংসার পাততে চাইলেও, নিজ অবস্থানে অনড় শ্রাবন্তী। শ্রাবন্তীর সঙ্গে সংসার করতে চেয়ে জুন মাসে 'বৈবাহিক অধিকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা' ধারায় মামলা দায়ের করেছিলেন রোশন। ১৬ সেপ্টেম্বর আদালতে রোশন-শ্রাবন্তীর সেই মামলার শুনানির দিন নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু এখন আলিপুর আদালতেই রোশনের বিরুদ্ধে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা দায়ের করার কথা জানিয়েছেন শ্রাবন্তী। রোশনের আইনজীবী শ্যামল মণ্ডল এক সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছেন, 'শ্রাবন্তী রোশনের কাছ থেকে বিবাহবিচ্ছেদ চেয়েছেন। এই মুহূর্তে এর থেকে বেশি কিছু বলা যাবে না'। আপাতত জানা গেছে, তাদের ডিভোর্স মামলার শুনানির দিন ধার্য রয়েছে ১০ ডিসেম্বর।

ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পাচ্ছে মোদির বায়োপিক

দীর্ঘ অপেক্ষার পর ওটিটি প্ল্যাটফর্মেই মুক্তি পেতে চলেছে বিবেক ওবেরয় অভিনীত নরেন্দ্র মোদির বায়োপিক। ছবির নাম প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদি। ইতিমধ্যেই ছবির পোস্টারে নরেন্দ্র মোদির রুপে দেখা গিয়েছে বিবেককে। ছবিটির পরিচালনা করেছেন উমঙ্গ কুমার। ২০১৯ সালেই মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল নরেন্দ্র মোদির এই বায়োপিক, কিন্তু নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গ করার জন্য ভোটের আগে ছবির মুক্তি পিছিয়ে দেয় নির্বাচন কমিশন।

মোদির বায়োপিক সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিবেক বলেন, "আমাদের প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আমার অগাধ শ্রদ্ধা আছে, এবং সিনেমার মাধ্যমে তাঁর গল্প বিশ্বকে জানাতে পারা আমার কাছে সম্মানের"। ছবিতে মোদিজির গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হওয়া থেকে তাঁর ঐতিহাসিক জয় এবং শেষপর্যন্ত ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর মনোনীত হওয়ার যাত্রার কথা তুলে ধরা হয়েছে। এম এক্স প্লেয়ারে ২৩ সেপ্টেম্বর মুক্তি পাবে এই ছবি।

সাহিত্য অ্যাকাডেমির সর্বোচ্চ সম্মান পেলেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

সাহিত্য অ্যাকাডেমির 'ফেলো' সম্মান পেলেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। এটি সাহিত্য অ্যাকাডেমির সর্বোচ্চ সম্মান। সাহিত্যের 'অমর স্রষ্টা'দের একমাত্র এই সম্মান দেওয়া হয়। চলতি বছর শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের পাশাপাশি আরও সাতজন ভারতীয় লেখককে এই সম্মান জানিয়েছে সাহিত্য অ্যাকাডেমি। তালিকায় রয়েছেন রাসকিন বন্ড (ইংরাজি), এবং মারাঠি কবি-প্রাবন্ধিক বালচন্দ্র নেমাডের নামও। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ১৯৮৯ সালে তাঁর 'মানবজমিন' উপন্যাসের জন্য সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার পেয়েছিলেন। এছাড়াও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। এর মধ্যে রয়েছে বিদ্যাসাগর পুরস্কার (১৯৮৫), আনন্দ পুরস্কার (১৯৭৩ ও ১৯৯০)। ২০১২ সালে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বঙ্গবিভূষণ পুরস্কার পান।

সাহিত্য অ্যাকাডেমির বাংলা উপদেষ্টা পর্ষদের অন্যতম সদস্য কবি সুবোধ সরকার একটি ফেসবুকে পোস্টে অভিনন্দন জানিয়েছেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়কে। তিনি লেখেন, 'শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় সাহিত্য অ্যাকাডেমির সবচেয়ে বড় সম্মানে ভূষিত হলেন আজ। তিনি অ্যাকাডেমির 'ফেলো' নির্বাচিত হয়েছেন। সঙ্গে আরও সাতটি ভাষা থেকে আরও সাতজন ভারত বিখ্যাত লেখককে সম্মান জানাল সাহিত্য অ্যাকাডেমি। যেমন রাসকিন বন্ড আছেন, তেমনি আছেন বালচন্দ্রন নেমাড়ে। একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে শীর্ষেন্দুদার হাতে অ্যাকাডেমি এই সম্মান তুলে দেবে। বাংলায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী শঙ্খ ঘোষ-এর পর অনেকদিন বাদে আবার একজন কথাসাহিত্যিক ফেলো নির্বাচিত হলেন। শীর্ষেন্দুদা, আপনার সম্মানে আমরা আজ সম্মানিত"।

প্রকাশ্যে এল 'মিনি'র ফার্স্টলুক

শুরু হয়ে গেল মৈনাক ভৌমিকের নতুন ছবির কাজ। মৈনাকের এই নতুন ছবির নাম 'মিনি'। ছবিটি হল নারীকেন্দ্রিক যেখানে দেখানো হবে মিনি আর তিতলির বন্ধুত্বের গল্প। দুই বন্ধু- তিতলি এবং মিনি। একজন চায় বড় হতে, আরেকজনের ইচ্ছে সে আরও লম্বা হোক। এই দুই অসমবয়সি বান্ধবীর মনস্তত্ত্ব নিয়েই এগোবে গল্প।

দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে বয়স কোনও বড় ফ্যাক্টর নয়। যদি মনের মিল হয় তাহলে যেকোন বয়সের দুজন মানুষই কাছের বন্ধু হয়ে উঠেতে পারে। এমনই দুই অসমবয়সী মানুষের বন্ধুত্বের গল্প বলবে 'মিনি'। ছবির মূল চরিত্রে রয়েছেন মিমি চক্রবর্তী এবং মিনির চরিত্রে দেখা যাবে অয়না চট্টোপাধ্যায়কে। ছবির ফার্স্টলুক পোস্টারে মিমি'র সঙ্গে দেখা গেছে তিতলিকে। বয়সে বড় তিতলি মিনির থেকে লম্বা কিন্তু সে কি আদৌ মিনির থেকে পরিণত! এই নিয়েই ছবির চিত্রনাট্য।

ফের বন্ধ হতে পারে বাংলা সিরিয়ালের শ্যুটিং

টলিপাড়ায় ফের তৈরি হয়েছে শ্যুটিং জট। সমস্যার সমাধান না হলে ফের বন্ধ হয়ে যেতে পারে বাংলা ধারাবাহিকের শ্যুটিং। যদিও সমস্যা মেটানোর চেষ্টায় ১৮ আগস্ট অন্তর্বর্তী বৈঠকে করেছে ফেডারেশন।

দীর্ঘ লকডাউনের পর সম্প্রতি ছন্দে ফিরেছে টলিপাড়া। তবে পারিশ্রমিক বৃদ্ধি, রাতে কাজ বন্ধ রাখা, সহ একাধিক বাধ্যতামূলক দাবি ছিল ফেডারেশনের। কিছুদিন আগে ঠিকমত পারিশ্রমিক না মেলায় একটি ধারাবাহিকের শ্যুটিং নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছিল। তবে আপাতত সমস্যা মেটাতে নিজেদের মধ্যেই বৈঠকে বসতে চলেছে ফেডারেশন। তবে পরিচালক, প্রযোজকরাও নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা মিটিয়ে নিতে চাইছেন।

ভারত-নেপাল সীমান্তে ধৃত চীনা নাগরিক

শিলিগুড়ি: ১৩ সেপ্টেম্বর ভোর রাতে অবৈধ ভাবে নেপাল প্রবেশ করার সময় ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি বর্ডারের ৪১নং ব্যাটেলিয়ান এসএসবির হাতে ধরা পরল চীনা নাগরিক। ধৃতের নাম চোয়োজোর ওয়েসর। জন্মসূত্রে চীনের তিব্বতের নাগরিক হলেও আসলে তিনি আমেরিকার বাসিন্দা বলে জানা যায়। ধৃতের কাছে থেকে আমেরিকার পার্সপোর্ট, ভারতীয় প্যানকার্ড, নিউ ইয়র্কের লাইসেন্স, আইফোন, ভারতীয় ৭৬০০টাকা, নেপালের ১১,১২৫ টাকা, ভদ্রপুর থেকে কাঠমান্ডু যাবার বিমানের টিকিট পাওয়া গিয়েছে। তার সঙ্গে থাকা এক শিলিগুড়ির বাসিন্দা প্রেমপা ভুটিয়া কে আটক করা হয়। পরবর্তীতে এসএসবির আধিকারিকরা জিজ্ঞাসাবাদ করার পর খড়িবাড়ি থানা পুলিশের হাতে তুলে দেয়। ধৃত দুজনকে খড়িবাড়ি থানা পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ১৪ সেপ্টেম্বর সকালে তাদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।

কর্মাধক্ষের পদ থেকে অপসারিত পদ্মা রায়

আলিপুরদুয়ার: কালচিনি ব্লকের হ্যামিলটনগঞ্জ এলাকার জেলাপরিষদের সদস্য এবং আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধক্ষ পদ্মা রায় কে তার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। ১৪ সেপ্টেম্বর আলিপুরদুয়ার জেলাপরিষদের স্থায়ী সমিতির বৈঠকে পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ পদ্মা রায়ের বিপক্ষে সবাই ভোট দেন।

আলিপুরদুয়ার জেলাপরিষদের সভাধিপতি শীলা দাস সরকার জানান, কিছুদিন পূর্বে আলিপুরদুয়ার পূর্তকর্মাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনে ডিভিশনাল কমিশনার কাছে চিঠি দেওয়া হয়েছিল এবং ১৪ সেপ্টেম্বর অনাস্থা প্রস্তাব পাস হয় এবং সব ভোট পদ্মা রায়ের বিপক্ষে যাওয়ায় এদিন থেকে পদ্মা রায় শুধুমাত্র জেলাপরিষদের সাধারণ সদস্য।

এই বিষয়ে পদ্মা রায়ের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তাঁর সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব না হওয়ায় ওনার বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ দুই যুবককে গ্রেপ্তার

কোচবিহারঃ ১৪ সেপ্টেম্বর রাতে আগ্নেয়াস্ত্র সহ দুই যুবককে কোচবিহারের নিশিগঞ্জ রুনিবাড়ি গ্রাম থেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। তাদের থেকে একটি ৭ এমএম পিস্তল ও ৪ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করেছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এলাকার একটি বাড়িতে এক যুবক বেশ কিছুদিন ধরে সন্দেহজনকভাবে আসা যাওয়া করত। গ্রামবাসীরা জিজ্ঞাসাবাদ করতেই বচসায় জড়িয়ে পড়ে যুবকটি। এর পর ছুটে আসেন ওই যুবকের এক বন্ধু। পুলিশ গিয়ে যুবকদের আটক করে তল্লাশি চালায় এবং তাদের থেকে একটি পিস্তল ও ৪ রাউন্ড গুলি উদ্ধার হয়। ধৃত যুবক দুজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

টাইমস ম্যাগাজিনের ১০০ প্রভাবশালীদের তালিকায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা: টাইমস ম্যাগাজিনের বিচারে বিশ্বের সেরা ১০০ প্রভাবশালীদের তালিকায় জায়গা করে নিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই তালিকায় ভারতের আরও রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং সিরাম ইনস্টিটিউটের সিইও আদর পুনাওয়ালা।

এই তালিকায় ১৭ নম্বরে রয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ১২ নম্বরে রয়েছে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কিছুদিন আগেই আন্তর্জাতিক সম্মান পেয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যাশ্রী প্রকল্প। এবার ভবানীপুর উপনির্বাচনের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের টাইমস ম্যাগাজিনের তালিকায় জায়গা করে নেওয়া নির্বাচনী প্রচারে বড় হাতিয়ার হয়ে উঠবে বলে মনে করা হচ্ছে।

১৫ সেপ্টেম্বর এই তালিকাটি প্রকাশ করা হয়েছে। টাইমস ম্যাগাজিনের এই তালিকায় যথেষ্ট পরিমাণে গবেষণা ও চর্চার পরেই প্রথম ১০০-তে কোনও ব্যক্তিত্বকে জায়গা দেওয়া হয়। জো বাইডেন, কমলা হ্যারিস, জিনপিং, ডোনাল্ড ট্রাম্পের নাম এই তালিকায় রয়েছে। তবে অবাক করার বিষয় হলেও তালিবান নেতা আবদুল ঘানি বরাদরও এই তালিকায় স্থান পেয়েছেন। মোট ছ'টি বিভাগে এই তালিকাটি ভাগ করা হয়- আইকন, পায়োনিয়ারস, টাইটানস, আর্টিস্ট, নেতা আর উদ্ভাবক। সেখানে নেতাদের তালিকায় জায়গা পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

আফগানিস্তান: সাউথ ব্লকের ধীরে চল নীতি, এখনই স্বীকৃতি নয় তালিবান সরকারকে

নয়াদিল্লী : তালিবানদের হাতে যেতেই উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে কাশ্মীরি জঙ্গিরা। গোয়েন্দা সূত্রের খবর, আগামী দিনে আফগানিস্তানে ঘাঁটি করে ভারতে নাশকতার চেষ্টা চালাতে পারে তারা। কিন্তু প্রতিরক্ষা বিশেজ্ঞদের মতে পাকিস্তানের মদত ছাড়া জঙ্গিদের পক্ষে ভারতে হামলা চালানো কার্যত অসম্ভব। এই পরিস্থিতিতে ভারতের বিরুদ্ধে পাল্টা সন্ত্রাসবাদে মদত দেওয়ার অভিযোগ তুলেছে পাকিস্তান। সে দেশের বিদেশমন্ত্রী শাহ মেহমুদ কুরেশির দাবি, কাশ্মীরের স্বাধীনতা আন্দোলনকে কুলষিত করতে ভারত ইসলামিক স্টেট তথা আইএস-কে মদত দিচ্ছে।

উল্লেখ্য, অতীতেও একাধিকবার ভারতের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসে মদত দেওয়ার অভিযোগ তুলেছে পাকিস্তান। কিন্তু আন্তর্জাতিক মহলে সেই অভিযোগ গুরুত্ব পায়নি। তবে এবারের পরিস্থিতি অন্যরকম। কারণ এবার যেভাবে পকিস্তানের তরফে আইএসকে ভারতীয় মদতের অভিযোগ আনা হয়েছে, তা যথেষ্টই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন কূটনীতিকরা। তাঁদের মতে, আফগানিস্তানের পট পরিবর্তনের ফলে আগামী দিনে কোনও বড় নাশকতার ঘটনা ঘটলে তার দায় নিতে হবে পাকিস্তানকে, সেক্ষেত্রে তাদের এফটিএফ-এর কালো তালিকায় যাওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছেনা। তাই ভারতে বিরুদ্ধে আইএসকে মদতের অভিযোগ এনে পাকিস্তান আগে থেকেই পিঠ বাঁচাতে চাইছে।

১২ সেপ্টেম্বর ভারত ও অষ্ট্রেলিয়ার বিদেশ ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের মধ্যে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেই বৈঠকে আফগানিস্তান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। বিদেশ মন্ত্রক সূত্রে জানা গেছে, আফগানিস্তানে তালিবানরা যে নিয়ন্ত্রক শক্তিতে পরিণত হয়েছে তা কার্যত স্বীকার করে নিয়েছে ভারত। আপাতত তালিবানকে স্বীকৃতি দেওয়ার পক্ষে নয় সাউথ ব্লক। সন্ত্রাসবাদ, মানবাধিকার, নারী স্বাধীনতার মতো বিষয়ে তালিবান সরকারের মনোভাব যাচাই করে তবে স্বীকৃতির বিষয়ে চিন্তাভাবনার পক্ষপাতী কেন্দ্র।

রুজি-রোজগার না থাকায় মালদার ঢাকিরা আজ ভিন রাজ্যের শ্রমিক

মালদা: করোনা এবং লকডাউনের জেরে ঢাকির রুজি- রোজগার না থাকায় দিশেহারা হয়ে পড়েছেন মালদার ঢাকিরা। ঢাক বাজানো ছেড়ে এখন অধিকাংশ ঢাকিরা দিনমজুরি করছেন। কেউ যাচ্ছেন ভিন রাজ্যে কাজ করতে।

অধিকাংশ ঢাকিদের বক্তব্য, গত দু'বছর ধরে লকডাউনের জেরে কোন বায়না আসেনি। ঢাক বাজানো ছেড়ে অন্য পেশায় যুক্ত হতে হয়েছে। সংসারে বৃদ্ধ বাবা-মা, স্ত্রী, সন্তানদের নিয়ে চরম কষ্টে দিন কাটছে তাদের। রাজ্য সরকার বা প্রশাসনের পক্ষ থেকেও মেলেনি কোনো সহযোগিতা। এরকম পরিস্থিতি চলতে থাকলে আগামীতে এই বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী শিল্প ঢাকিদের একটা বড় অংশ লুপ্ত হয়ে যাবে বলেও মনে করছেন জেলার বুদ্ধিজীবী থেকে বিশিষ্টজনেরা।

মালদা জেলার কালিয়াচক-২ ব্লকের রথবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে নওগাঁ এলাকায় রয়েছে ঢাকিদের পাড়া। যেখানে ৫০টিরও বেশি পরিবার এই ঢাক বাদ্যের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। কিন্তু গত দুই বছর ধরে করোনা সংক্রমনের জেরে এখন জেরবার অবস্থা ওইসব ঢাকি পরিবারদের। অধিকাংশ ঢাকিরা বিগত দিনে ভিন রাজ্য যথা- দিল্লি, মুম্বাই , মধ্যপ্রদেশ, উত্তরাখন্ড, আসাম, ঝাড়খন্ড, বিহার সহ বিভিন্ন রাজ্যের ঢাক বাজানোর মোটা টাকা পেতেন। কিন্তু গত দু'বছর ধওে করোনা সংক্রমণ এবং লকডাউনের জেরে দিশেহারা অবস্থা মালদার ঢাকিদের। ঢাক বাজানো বন্ধ হয়ে যাবার কারণে এখন কেউ মিষ্টির দোকানের শ্রমিক। আবার কেউ রাজমিস্ত্রির সাথে সহযোগী শ্রমিক হিসেবে কাজ করছেন। অনেকের হাতে আবার কাজ নেই। তাই মালদার ঢাকিদের সরকারি সহযোগিতার পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রশাসনের কাছে বিভিন্নভাবে দরবার করেছেন অধিকাংশ পরিবারের সদস্যরা।

নওদা ঢাকিপাড়া এলাকার ঢাক বাদক উত্তম রবিদাস, বাবলু রবিদাসদের বক্তব্য, পুজোর সময় বেশি অর্থ উপার্জনের জন্য ভিন রাজ্যে পাড়ি দিতাম। মোটা টাকা রোজগার হতো। কিন্তু করোনার জন্য ভিন রাজ্য থেকে ঢাক বাজানোর কোন বায়না এখন আসছে না। মালদাতেও বিভিন্ন পুজো উদ্যোক্তারা ঢাক বাজানোর ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রিম কোন বরাত দিচ্ছেন না। বাপ-ঠাকুরদাদার আমল থেকে তৈরি হয়ে আসা প্রাচীন শিল্প এখন তিলে তিলে শেষ হয়ে যাচ্ছে।

প্রথম পাতার পর...

নতুন সভাপতি সুকান্ত...

এদিকে বিজেপি সূত্রের খবর, গত জুলাই মাসে পরবর্তী সভাপতি হিসেবে সর্বভারতীয় নেতৃত্ব যখন দিলীপ ঘোষের মতামত চেয়েছিলেন, তখন সুকান্ত মজুমদারের নামই সুপারিশ করেছিলেন দিলীপ বাবু। এদিকে তাঁর অপসারণের খবর পাওয়ার পর দিলীপ বাবু বলেন, বিজেপিতে এরকম হয়েই থাকে,এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। আর তাছাড়া এই পরিবর্তন তো আমিই চেয়েছিলাম। এব্যাপারে আগেই আমি দলের সর্বভারতীয় নেতৃত্বকে আমার মতামত জানিয়ে দিয়েছিলাম। উল্লেখ্য, দিলীপ ঘোষকে রাজ্য সভাপতির পদ থেকে সরালেও তাঁকে সর্বভারতীয় সহ সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

বিশেষ সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী, সুকান্ত মজুমদার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ঘনিষ্ঠ। ফলে শুধু পরিষদীয় দল পরিচালনায়ই নয়, সাংগঠনিক ক্ষেত্রেও সর্বভারতীয় নেতৃত্ব শুভেন্দু অধিকারীর পছন্দকে গুরুত্বকে দিতে চাইছেন বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রথম পাতার পর...

উত্তরের মন বুঝতে ব্যর্থ...

দক্ষিণবঙ্গের মতুয়া রাজনীতির মত উত্তরবঙ্গে জাত-পাত ভিত্তিক রাজনীতি করার চেষ্টা শুরু করে তৃণমূল। অবশ্যই ভোটের কথা মাথায় রেখে। তাই আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার সহ উত্তরবঙ্গে যে এলাকায় যে জনজাতি বেশি তাদের সম্প্রদায় থেকে নেতা বেছে নেওয়ার চেষ্টা করে তারা। বিধানসভার টিকিট দেওয়ার ক্ষেত্রেও জাতপাতকে দৃষ্টিকটুভাবে তারা অগ্রাধিকার দিয়েছিল অনেক জায়গায়। কিন্তু ফল, দল সেই তিমিরেই থেকে যায়। বরং লোকসভা নির্বাচনে এগিয়ে থাকা শীতলকুচি আসনে প্রার্থী বদল করায় বিধানসভায় বিপুল ভোটে হারতে হয় তৃণমূলকে। হেরে মুখ পোড়াতে হয় তৃণমূলকে, কেননা হেরে যান খোদ জেলা সভাপতি ও রাজবংশী নেতৃত্ব বলে পরিচিত পার্থপ্রতিম রায়।

অভিজ্ঞরা বলেছে, আসলে উত্তরের মন ও আবেগ বুঝতে ব্যর্থ ভোট কুশলী প্রশান্ত কিশোর। নেতা ভাঙ্গিয়ে নিজেদের দিকে টেনে আনলেই উত্তরের সরল সাদাসিধে মানুষরা ওই নেতাকেই অন্ধভাবে অনুসরণ করবেন সেই ধারনা ভুল। ইতিহাস সেকথা বলে না। বিভিন্ন জাতি উপজাতিতে বিভক্ত উত্তরবঙ্গ আসলে নিজের অধিকার বুঝে নিতে চায়। দীর্ঘদিনের বঞ্চনার জবাব চায়। কোথাও না কোথাও একমত থাকার প্রচেষ্টা করে এখানকার বৃহত্তর মানুষ। তাই বিজেপি ভিন রাজ্যের সুড়সুড়ি দিয়ে সলতে পাকানোর চেষ্টা করে। অতএব ভেদাভেদের কঠিন রাজনৈতিক কূটচালে না গিয়ে উন্নয়নকেই হাতিয়ার করা উচিত ছিল তৃণমূলের। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই উন্নয়ন কে প্রচারের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যেতে প্রয়োজন ছিল যোগ্য নেতৃত্বের। তৃণমূল স্তর থেকে রাজনীতি করা নেতৃত্বেদের। কেবল যারা সোসাল মাধ্যমে একটিভ তাদের সামনে রেখে নয়। আর সেই নেতৃত্ব বাছতেই ব্যর্থ হয় তারা। তাই অপ্রাসঙ্গিক, হঠাৎ তৈরি কিছু নেতাকে সামনে রেখে চমক দিতে গিয়ে উত্তরে বেকায়দায় পরে পিকের পরামর্শে চলা তৃণমূল। যদিও খবর, আবার পিকের ওপর ভরসা করতে গিয়ে নিজেদের আসন পরিবর্তন করেনি উত্তরের দুই প্রাক্তন হেভিওয়েট মন্ত্রী। আর কোচবিহারের এক শীর্ষ নেতার অতি উতসাহী কিছু ভক্তের বাড়াবাড়িতে "মিশন অনন্ত মহারাজ" ব্যর্থ হয়। এই বিষয়ে পিকের পরিসংখ্যান ও উদ্যোগ সফল হলে হয়তো কিছুটা লাভ হতো তৃণমূলের।

আসন্ন পুরসভা নির্বাচনে পিকের সেই পুরোনো ছক কি কাজে লাগবে? সেই নিয়ে জোর আলোচনা হচ্ছে! নাকি উত্তরের ব্যর্থতা মোছার জন্য নতুন পরিকল্পনা নেবে তৃণমূল। ইতিমধ্যে দার্জিলিং, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়িতে জেলা সভাপতি পরিবর্তন করেছে তৃণমূল। অপেক্ষাকৃত নবীন ও মহিলা মুখ আনা হয়েছে জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং এ। কোচবিহারে প্রবীন রাজবংশী নেতা গিরিন্দ্র নাথ বর্মনকে মুখ করে এগোতে চাইছে দল। এছাড়াও উত্তরের নাড়ি বুঝতে চলছে আলাদা ভাবে সমীক্ষাও। সামনে আনা হচ্ছে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের পরিসংখান ও 'দুয়ারে সরকার'-এর সাফল্যকে। এসব করে পুরভোটে উত্তরের ব্যর্থতা কাটাতে পারে কিনা তৃতীয়বারের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসানোর পিছনের কুশীলরেরা, সেটাই দেখার অপেক্ষায় রয়েছে উত্তরবঙ্গ এবং রাজ্যবাসী।

ফার্স্ট বয় কোচবিহার...

সরকারী পরিষেবা সরাসরি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে রাজ্য সরকার 'দুয়ারে সরকার' প্রকল্পের পরিকল্পনা নেয়। প্রশাসন সুত্রে জানা গেছে, ১২ সেপ্টেম্বর অবধি জেলার প্রায় ৪৫ শতাংশ মানুষ 'দুয়ারে সরকার' প্রকল্পের সুবিধা নিয়েছেন। জেলার ২৯ লক্ষ মানুষে মধ্যে ১৩ লক্ষ মানুষ 'দুয়ারে সরকার' প্রকল্পের বিভিন্ন ক্যাম্পে এসে পরিষেবা নিয়েছেন। 'লক্ষীর ভান্ডার' প্রকল্পে প্রায় ১৩ লক্ষ মহিলা আবেদন করেছেন। ঠিক এরপরে 'স্বাস্থ্য সাথী' কার্ডের বিষয়ে সব থেকে বেশি খোঁজখবর নিয়েছে সাধারণ মানুষ। জাতিগত শংসাপত্রের বিষয়ে 'দুয়ারে সরকার' ক্যাম্পে জানার জন্য তৎপর ছিলেন সবাই। 'লক্ষীর ভান্ডার' প্রকল্পের সাড়া পরেছে সর্বাধিক। দুয়ারে সরকারে ৪০ শতাংশের বেশী আবেদন 'লক্ষীর ভান্ডার' প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করানোর জন্যই হয়েছে।

গতবার ডিসেম্বর মাসে 'দুয়ারে সরকার' প্রকল্প শুরু করে রাজ্য সরকার। ফেব্রুয়ারী মাস প্রথম দিক অবধি এই ক্যাম্প চলেছিল। জেলায় ১২০০ ক্যাম্প করা হয়েছিল। জেলার প্রায় অর্ধেক মানুষ এই পরিষেবা পেয়েছিল। সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এইবার আরোও বেশী সংখ্যক মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। এবারে মাত্র চার সপ্তাহ 'দুয়ারে সরকার' ক্যাম্প চলে। এতে অল্প সময়ের ব্যবধানে জেলার মানুষ সব ধরনের পরিষেবা পায়। যাতে দ্রুত বেশী মানুষকে পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হয় সেজন্য গতবারের তুলনায় চার গুন বেশী ক্যাম্পের আয়োজন করে জেলা প্রশাসন। জেলা শাসকের নেতৃত্বে সাবেক ছিট মহল, জেলার প্রত্যন্ত প্রান্ত গুলিতেও গুরুত্ব সহকারে 'দুয়ারে সরকার' ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। সাধারণ মানুষের কাছে বেশি করে পৌঁছাতে ছোট ছোট করে বেশি সংখ্যক ক্যাম্প করা হয়। কোচবিহারের এই সাফল্যের খাতিয়ানে খুশি জেলার আম জনতাও। তারা সাধুবাদ জানিয়েছেন জেলাশাসকের উদ্যোগকে।

তিরন্দাজীর জাতীয় স্তরে মালের সিভিক ভলান্টিয়ার

মালবাজার: জাতীয় তিরন্দাজ প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত হলেন মাল থানার সিভিক ভলান্টিয়ার সুপ্রিয়া মাহালি। হাজারো কর্মব্যস্ততার মধ্যেও নিজের লক্ষ্যে অনড় বছর চব্বিশের তিরন্দাজ সুপ্রিয়া। ১ অক্টোবর থেকে ৩ অক্টোবর জামসেদপুরে জাতীয় স্তরের তিরন্দাজী প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। ১৯ সেপ্টেম্বর মাল থানার পক্ষ থেকে সুপ্রিয়াকে আর্থিক সাহায্য করা হয়। মালমহকুমার পুলিশ আধিকারিক রবিন থাপা, মাল আইসি সুজিত লামা প্রমুখ সুপ্রিয়ার হাতে আর্থিক সাহায্য তুলে দেন।

মাল ব্লকের ডামডিম এলাকার বাসিন্দা সুপ্রিয়া। ডামডিমের গজেন্দ্র বিদ্যামন্দির উচ্চবিদ্যালয়ের ক্রীড়া শিক্ষক আশিস টুডুর তত্ত্বাবধানেই তার প্রশিক্ষণ চলে। আশিস বাবু বলেন, সুপ্রিয়া ছেটবেলা থেকেই দারুণ প্রতিভাবান। সুপ্রিয়ার মত এরকম আরও অনেক প্রতিভা মাল ব্লকে আছে। তিরন্দাজি প্রশিক্ষণের পরিকাঠামোর উন্নয়ন হলে প্রতিভার বিকাশে সুবিধা হবে। সুপ্রিযা বলেন, ডামডিমেই অনুশীলন করছি, আশা করছি ফল ভালোই হবে।

রাজ্য ক্রিকেট দলে সুস্মিতা

চোপড়া: চোপড়ার মেয়ে সুস্মিতা পাল রাজ্য মহিলা ক্রিকেট দলে সুযোগ পাওয়ার বিষয়কে সামনে রেখে সাংবাদিক সম্মেলন করলো উত্তর দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক সুদীপ বিশ্বাস। ইসলামপুর মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা আয়োজিত ওই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জেলা ক্রীড়া সংস্থার অন্যান্য কর্মকর্তাদের পাশাপাশি ইসলামপুর মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক রাজ কুমার পাল।

ক্রিকেট প্রশিক্ষণ তথা খেলাধুলার চর্চাকে আরও যাতে প্রসারিত করা যায় সে ব্যপারে উদ্যোগী হওয়ার কথাও জানান সংস্থার জেলা সম্পাদক। তিনি বলেন, এটি অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে একটি প্রত্যন্ত এলাকার মেয়ে একটি ভালো সুযোগ পেয়েছে।

এদিন জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রতিনিধি দল চোপড়াতে সুস্মিতা পালের বাড়িতে পৌঁছে তার মা-বাবা সহ অভিভাবক অভিভাবিকাদের অভিনন্দন জানিয়ে আসেন। পাশাপাশি মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার হয়ে জেলা ক্রীড়া সংস্থার মাধ্যমে সুস্মিতা পালকে যে রাজ্যের খেলাধুলা একটি ভালো জায়গায় পৌঁছে দেওয়া গেছে এটাকেও বড় প্রাপ্তি হিসেবেই মনে করছেন জেলা ক্রীড়া সংস্থার কর্মকর্তারা।

রাজ্যে মেয়েদের প্রথম আবাসিক ফুটবল ক্যাম্প শুরু কালিম্পঙে

শিলিগুড়ি: অবশেষে কালিম্পঙে যাত্রা শুরু করল দেবাঞ্জন গার্লস ফুটবল অ্যাকাডেমি। বাংলায় এটি হবে মেয়েদের প্রথম আবাসিক ফুটবল ক্যাম্প। উল্লেক্ষ্য, কালিম্পঙ শের ফুটবল ক্লাবের সদস্যদের উপস্থিতিতে সম্প্রতি মেয়েদের এই আবাসিক ফুটবল ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন কালিম্পঙের পুলিশ সুপার হরেকৃষ্ণ পাই।

উল্লেক্ষ্য,বহুদিন ধরেই চেষ্টা চলছিল পাহাড়ে মেয়েদের আবাসিক ফুটবল ক্যাম্প তৈরী করার। অবশেষে কলকাতার দেবাঞ্জন সেন ফাউন্ডেশন ও কালিম্পঙ-এর শের ফুটবল ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে শুরু হতে চলেছে মেয়েদের এই আবাসিক ক্যাম্প।

এখানে ফুটবল শেখানোর পাশাপাশি পড়াশোনার ব্যবস্থাও থাকবে। আপাতত ১৭ বছরের নীচে ২৫ জন মেয়েকে নিয়ে ক্যাম্প শুরু হল। ছয়জন লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোচ এদের সারা বছর প্রশিক্ষণ দেবেন।

কালিম্পঙ শের ফুটবল ক্লাবের সচিব নরদেন মাইকেল লেপচা বলেন, পাহাড়-সমতলের প্রচুর মেয়েদের মধ্যে ফুটবল প্রতিভা আছে। ভালো সুযোগ ও প্রশিক্ষণের অভাবে হারিয়ে যাচ্ছে প্রতিভা। এই সব প্রতিভাকে তুলে আনাই আমদের লক্ষ্য। এদেরকে সারাবছর প্রশিক্ষণ দিয়ে বড় ক্লাবে পাঠানো হবে। অ্যাকাডেমির প্রধান কোচ জয়ব্রত ঘোষ জানিয়েছেন, এই উদ্যোগ শুধু কালিম্পঙ-এ নয় বাংলায় প্রথম। এই ক্যাম্প যদি ঠিকমত চালানো যায় তাহলে পাহাড়-সমতলের মেয়েদের ফুটবল অনেকটাই এগিয়ে যাবে।

প্রয়াত অতীতের দিকপাল ফুটবলার

জলপাইগুড়ি: প্রয়াত হলেন জলপাইগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের অন্যতম ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব অতীতের দিকপাল ফুটবলার সমর বাগচী। বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। উত্তরবঙ্গেরর বেশিরভাগ মানুষি তাঁকে বুদ্ধ বাগচী নামেই জানতেন। তিনি জলপাইগুড়ি মেরিনার্সের অন্যতম সদস্য ছিলেন।

ষাট ও সত্তরের দশকে তিনি জলপাইগুড়ির জেওয়াইএমএ ক্লাব ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার হয়েও খেলেছেন। এছাড়াও তিনি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন ফুটবল দলের হয়ে খেলে একের পর এক নজির গড়েছিলেন। সমরবাবু তাঁর ক্রীড়া দক্ষতার জন্য অসংখ্য পুরষ্কারও পেয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে জলপাইগুড়ি ক্রীড়া মহলে শোকের ছায়া নেমে আসে। জেওয়াইএমএ ক্লাবের পক্ষ থেকে এদিন সমারবাবুকে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়।

জিতল ভারতী সংঘ

কোচবিহার: কোচবিহারের জেলা ক্রীড়া সংস্থার ফুটবল টুর্নামেন্টে ১৫ সেপ্টেম্বর বাহান্নঘর কলোনি অ্যান্ড দেশবন্ধু স্পোর্টিং ক্লাবকে ভারতী সংঘ ২-০ গোলে হারায় । ভারতী সংঘের পক্ষ থেকে রাজীব আহমেদ ও মমিনুর হক গোল করেন।

টাইব্রেকারে চ্যাম্পিয়ন

বেলাকোবা: দশদরগা লাল স্কুল প্লেয়ার একাদশের নকআউট ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল অলোক ওয়াসিম নাইন স্টার। ১৯ সেপ্টেম্বর ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ফাইনালে দশদরগা, টাইব্রেকার ৩-২ গোলে দাদাভাই স্পোটিং ক্লাবকে হারিয়ে দেয়। উল্লেখ্য, নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোল শূণ্য ছিল।

সেরা ভুজারিপাড়া

ময়নাগুড়ি: বেলতলি নবজীবন সংঘের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল ভুজারিপাড়া ফুটবল ইউনিট। রবিবার তথা ১৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলা টাইব্রেকার পযর্ন্ত গড়ায়। টাইব্রেকারে তারা শিবাজী সংঘকে হারিয়েছে। উল্লেখ্য, নির্ধারিত সময়ের ম্যাচ ২-২ ছিল। প্রতিযোগিতার সেরা এবং সর্বোচ্চ গোলদাতা নির্বাচিত হন ভুজারি পাড়ার জ্যোতিন মন্ডল।

সিএবি-র বার্ষিক সভা

শিলিগুড়ি: ১৯ সেপ্টেম্বর সিএবি-র বার্ষিক সাধারণ অনুষ্ঠিত হল। এই সভায় মহকুমা পরিষদের সভাপতিত্ব করলেন জয়ন্ত ভৌমিক। রবিবার অর্থাৎ ১৯ সেপ্টেম্বর পরিষদের সভা শেষে সচিব কুন্তল গোস্বমী জানান, সিএবি থেকে চিঠি আসার পরই জরুরি ভিত্তিতে কার্যনির্বাহী সমিতির সভা ডাকা হয়। এদিন সর্বসম্মতিতে জয়ন্ত ভৌমিকের বেছে নেওয়া হয়েছে।

চ্যাম্পিয়ন আকাশ

শিলিগুড়ি: কালিম্পং জেলা টেবিল টেনিস সংস্থার পরিচালনায় ও বেঙ্গল স্টেট টেবিল সংস্থার তত্ত্বাবধানে কালিম্পং জেলা টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে পুরুষ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হলেন আকাশ নাথ। ১৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত ফাইনালে তিনি ৪-২ গেমে সৌম্যদীপ সরকারকে হারিয়ে দেন। বিধায়ক রুদেন সাদা লেপচা আকাশ নাথের হাতে পুরষ্কার তুলে দেন।

জয়ী আদিবাসী স্পোটিং ক্লাব

ইসলামপুর: ২০ সেপ্টেম্বর ইসলামপুর হাইস্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হল মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ৮ দলীয় সুনিল চন্দ্র সাহা ও হরেরাম ঝা ট্রফি ফুটবল টুর্নামেন্টে জয়ী হয় আদিবাসী স্পোটিং ক্লাব। ফাইনালে তারা ২-০ গোলে সঙ্ঘশ্রী ক্লাবকে হারিয়ে দেয়। আদিবাসী স্পোটিং ক্লাবের হয়ে গোল করেন সুকু হেমব্রম ও নরেন হেমব্রম।

জয়ী পুলিশ

হেলাপাকড়ি: রহাজারহাট গুরুদেবপুর পিসিএস ক্লাবের সুভাষ চন্দ্র রায়, রাখাল রায় ও দ্বিজেন্দ্রলাল অধিকারী ট্রফি ফুটবলে ২২ সেপ্টেম্বর ময়নাগুড়ি পুলিশ একাদশ ৩-০ গোলে মথুরা বাগানকে হারিয়েছে। রাজারহাট মাঠে জোড়া গোল করেন ম্যাচের সেরা রাহুল রায় এবং অন্য গোলটি করেন রণজিৎ রায়।

ফাইনালে ইউনিক

মৌলান: বিবেকানন্দ ক্লাবের রাকেশ নস্কর, প্রফুল্ল সেন ও আব্দুল বাসেত ট্রফি ফুটবলে ফাইনালে উঠল হলদিবাড়ি ইউনিক ক্লাব। ২২ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত প্রথম সেমিফাইনালে তারা ২-০ গোলে বাতাবাড়ি স্পোটিং ক্লাবকে হারিয়ে দেয়। ইউনিক ক্লাবের পক্ষ থেকে গোল করেন জয় রায় ও আনোয়ার হোসেন।

জিতল দিশা

কোচবিহার: জেলা ক্রীড়া সংস্থার ১৬ দলীয় মরু ঘোষ ও সতীশ চন্দ ট্রফি ফুটবলে বুধবার দিশা স্পোর্টস অ্যান্ড কালচারাল ক্লাব ১-০ গোলে হারিয়েছে মহিষবাথান প্লেয়ার্স ইউনিটকে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে গোল করেন ম্যাচের সেরা অচিন্ত্য দাস। ২৩ সেপ্টেম্বর কোচবিহার স্টেডিয়ামে খেলবে মাথাভাঙ্গা মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা ও বাহান্নঘর কলোনি অ্যান্ড দেশবন্ধু স্পোর্টিং ক্লাব। এমজেএন স্টেডিয়ামে স্পিরিচুয়াল স্পোর্টস অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ক্লাব মুখোমুখি হবে যাত্রাপুর রাজারহাট ফ্রেন্ডস ক্লাবের।

জয়ী দিশা স্পোর্টস ও রাজারহাট ফ্রেন্ডস

কোচবিহার: জেলা ক্রীড়া সংস্থার ফুটবল ম্যাচে ১৬ সেপ্টেম্বর দিশা স্পোর্টস অ্যান্ড কালচারাল ক্লাব তুফানগঞ্জ মর্নিং স্পোর্টস রিক্রিয়েশন ক্লাবকে ২-০ গোলে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে জোড়া গোল করেন ম্যাচের সেরা সোমনাথ রায়। অন্যদিকে, যাত্রাপুর রাজারহাট ফ্রেন্ডস ক্লাব ২-১ গোলে দিনহাটা মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার বিরুদ্ধে পেয়েছে। এমজেএন স্টেডিয়ামে একটি গোল করেন ম্যাচের সেরা ফ্রেন্ডসের আকাশ মাহাতো।

জয়ী দাদাভাই

মেখলিগঞ্জ: নজরুল সংঘের নিতাই সুর ট্রফি ফুটবলে ১৬ সেপ্টেম্বর দাদাভাই সংঘ ২-১ গোলে নৃপেন্দ্র নারায়ণ মেমোরিয়াল ক্লাবকে হারিয়েছে। ম্যাচে দাদাভাই সংঘের শুভজিৎ রায় ও রাশেদ আলম গোল করেন। নজরুল সংঘের গোলদাতা সামিম আলি। ম্যাচের সেরা দাদাভাইয়ের দেবজিৎ ঘোষ। তাঁর হাতে পুরস্কার তুলে দেন নজরুলের সচিব আশেকার রহমান।

ফ্রেন্ডশিপ কাপ

রাঙ্গালিবাজনা: দক্ষিণ খয়েরবাড়িতে দানস্রাং ক্লাবের ১৬ দলীয় ফ্রেন্ডশিপ কাপ-৮ ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠল শালকুমারহাটের বিশ্বেষ বোড়ো সংঘ। ১৬ সেপ্টেম্বর তারা বল্লালগুড়ি এসটি স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে ২-১ গোলে জিতেছে। ম্যাচের সেরা ছিলেন জয় অধিকারী, এছাড়াও বিশ্বেষের প্রীতম নার্জারিও গোল করেন। বল্লালগুড়ির গোলটি সুদেব ওরাওঁয়ের।

খেলোয়ারদের সঙ্গে সংবর্ধিত পুলিশ কমিশনারও

শিলিগুড়ি: ২২ সেপ্টেম্বর ২০২১-এ ১১ বছরে পা দিল নর্থবেঙ্গল অ্যাথেলেটিক টেকনিক্যাল অ্যান্ড জাজেস অ্যাসোসেসিয়েশন। এই জন্মদিন উপলক্ষে সম্প্রতি বিপ্লব বসাক, বিদ্যুৎ বসাক, শিবনাথ গাঙ্গুলি, শতদল দে সহ সংস্থার ৪২ জন সদস্যকে ব্লেজার দিয়ে সংবর্ধিত করা হয়। এছাড়া টেবিল টেনিসে একাধিক বিভাগে চ্যাম্পিয়নশীপ উপহার দেওয়ার জন্য অমিত দামকেও সংর্বধনা দেওয়া হয়। একই মঞ্চে সংবর্ধিত হয়েছেন শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার গৌরব শর্মাও। খুব শীঘ্রই তিনি একটি আন্তর্জাতিক মানের দৌড় প্রতিযোগীতা আয়োজনেরও আশ্বাস দিয়েছেন।

প্রথম শম্ভুচরণ অধিকারী

গোপালপুরঃ ২২ সেপ্টেম্বর উত্তর অনদরন পখিহাগা এলাকা আনন্দনগর রবীন্দ্র সংঘ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে জলঢাকা নদীতে নৌকা বাইচের আসর বসেছিল। নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছেন শম্ভুচরণ অধিকারী। দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছেন যথাক্রমে গোপাল বিশ্বাস ও বিকাশ ম-ল। প্রতিযোগিতায় ২৫টি নৌকা অংশগ্রহণ করেছিল। প্রত্যেককে পুরস্কৃত করা হয়েছে।

পরাজিত সুকান্তনগর

জলপাইগুড়ি: ২২ সেপ্টেম্বর এবিপিসি মাঠে অনুষ্ঠিত হয় জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ফুটবল ম্যাচ। জলপাইগুড়ির ইয়ং ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ৬-০ গোলে সুকান্তনগর উদ্দবল সংঘকে হারিয়েছে। এই ম্যাচে হ্যাট্রিক করেন বিনোদ রায়। জোড়া গোল করেন সুজন দাস এবং অন্য গোলটি করেন বিকি রায়।

ফাইনালে ভাইয়ো

মালবাজার: ভাই ভাই ক্লাব আয়োজিত রামপূজন প্রসাদ ও সীতারাম ওরাঁও ট্রফি ফুটবলে ফাইনালে উঠল গুয়াবাড়ি ভাইয়ো। ২০ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত প্রথম সেমিফাইনালে তারা হাজার চৌষট্টিকে ৫-৪ গোলে টাইব্রেকারে হারায়। উল্লেখ্য নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ ছিল ১-১। গুয়াবাড়ি ভাইয়োর তরফ থেকে সেমিফাইনালে গোল করেন মঞ্জিল হক। ২৪ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় সেমিফাইনালে খেলবে বাতাবাড়ি ফিনিক্সি ও গুয়াবাড়ির মোফাজ একাদশ।

জিতল মালহাটি

ময়নাগুড়ি: ২০ সেপ্টেম্বর, ভুজারিপাড়া ফুটবল মাঠে আয়োজিত ভুজারিপাড়া ফুটবল ইউনিটের ম্যাচে জয়ী হয় মালহাটি টি গার্ডেন।নির্ধারিত সময় পর্যন্ত ম্যাচ ছিল গোলশূণ্য। পরে তারা টাইব্রেকারে ৩-০ গোলে মানিকগঞ্জ ইয়ং বয়েজকে হারিয়ে দেয়।

পরাজিত মোহিতনগর

জলপাইগুড়ি: ২০ সেপ্টেম্বর আয়োজিত জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ফুটবলে জয়ী হয়েছে নয়াবস্তি রিক্রিয়েশন ক্লাব। এদিন তারা ৬-০ গোলে মোহিতনগর পাঠাগার ও ক্লাবকে পরাজিত কওে।

চ্যাম্পিয়ন হল বেলাল হার্ডওয়ার

মানিকগঞ্জ: সাতকুড়া যুব সংঘের আট দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল বেলাল হার্ডওয়ার মানিকগঞ্জ গ্রামতলি দল। ২২ সেপ্টেম্বর তারা টসের মাধ্যমে হলদিবাড়ি প্রয়াস ইউনাইটেডকে হারিয়ে দিয়েছে। যুব সংঘের মাঠে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত গোলশূণ্য ছিল। সেরা গোলরক্ষক হয় প্রয়াসের রাজশেখর ভৌমিক এবং সেরা স্ট্রাইকার নির্বাচিত হয় বেলালের সবুজ রসৌলি। বিজেতাদের হাতে পুরষ্কার তুলে দেন দক্ষিণবেরুবাড়ি গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান বিমল দাস, জেলা পরিষদের সদস্য বিধানচন্দ্র রায় এবং পঞ্চায়েত সদস্য অন্নকান্ত হাসদা প্রমুখ।

দৃষ্টিহীনদের ফুটবল শিবির

খড়িবাড়ি: ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন অফ দ্য ব্লাইন্ড অফ বেঙ্গলের উদ্যোগে এবং হেলেন কেলার সমিতির সহযোগিতায় উত্তরবঙ্গের দৃষ্টিহীন ফুটবলারদের নিয়ে প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হল। খড়িবাড়ি হাইস্কুল মাঠে আয়োজিত এই প্রশিক্ষণ শিবিরে উত্তরবঙ্গের ৩০ জন দৃষ্টিহীন ফুটবলার অংশ নেয়।

প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করেন, খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির বিদায়ী বিরোধী দলনেতা কিশোরীমোহন সিংহ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্লাইন্ড অফ বেঙ্গল সচিব গৌতম দে, দৃষ্টিহীন ফুটবলে বাংলার কোচ পলাশ নন্দী, হেলেন কেলারের সচীব রাহুল শা প্রমুখ।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলের পার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সুচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং 'জনবার্তা' প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সুচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor: Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96